পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ

ধর্ম্মবীর মহম্মদ।

[দৃশ্য কাব্য]

(হিজিরা হইতে স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত)

"The moment he proclaimed the religion of the sword * * * * he was launched in a career of conquest, which carried him forward with its own irresistible impetus."

W. Irving's "Mehomet."

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র কর্ত্তৃক প্রণীত।

কলিকাতা,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্,—বীণাযন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯২

প্রথম ভাগের অতিরিক্ত দৃশ্য কাব্যোক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

আব্বাস্ মহম্মদের পিতৃব্য।
আবুলাস্ ... ঐ জামাতা।
ওষামা ... জিয়দপুত্র।
ওবিদা, মসাউদ, আবদুল্লা, আবুদুজ্জল, রাব — মহম্মদের সেনাপতিগণ।
ওমের ... সোফিয়ন-দূত।
ওবিজ ... ঐ সেনাপতি।
ওয়াফ্‌সা ... হেন্দার ক্রীতদাস (কাফ্রি)।
আক্‌রেমা আবুজানের পুত্র।
খালেদ — পূর্ব্বে খোরিশীয় ও পরে মহম্মদের সেনাপতি।
অথা ... হেন্দার পিতা।
ওয়ালিস্ ... ঐ ভ্রাতা।
সাইবা ... ঐ পিতৃব্য।
উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ।
খোরিশ-প্রধানগণ।

স্ত্রীগণ।

ফতেমা ... মহম্মদের কন্যা।
সাদা, হাফজা, হেন্দা, জৈনাব, রিহানা, সোফিয়া, ওম্‌হাবিবা, মাইমুনা — মহম্মদের পত্নীগণ।
মক্কাবাসিনীগণ।
মেদিনাবাসিনীগণ।
সম্ভ্রান্ত রমণী পঞ্চদশ।
ফতেমার সঙ্গিনীগণ।

ধর্ম্মবীর মহম্মদ।

[দৃশ্য কাব্য]

(হিজিরা হইতে স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত)

"The moment he proclaimed the religion of the sword * * * * he was launched in a career of conquest, which carried him forward with its own irresistible impetus."

W. Irving's "Mehomet."

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র কর্ত্তৃক প্রণীত।

কলিকাতা,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্,—বীণাযন্ত্রে

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯২

প্রথম ভাগের অতিরিক্ত দৃশ্য কাব্যোক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

আব্বাস্ ... মহম্মদের পিতৃব্য।

আবুলাস্ ... ঐ জামাতা।

ওষামা ... জিয়দপুত্র।

ওবিদা
মসাউদ
আবদুল্লা
আবুদুজ্জল
রাব } মহম্মদের সেনাপতিগণ।

ওমের ... সোফিয়ন-দূত।

ওবিজ ... ঐ সেনাপতি।

ওয়াফ্সা ... হেন্দার ক্রীতদাস (কাফ্রি)।

আক্রেমা আবুজানের পুত্র।

খালেদ { পূর্ব্বে খোরিশীয় ও পরে মহম্মদের সেনাপতি।

অথা ... হেন্দার পিতা।

ওয়ালিস্ ... ঐ ভ্রাতা।

সাইবা ... ঐ পিতৃব্য।

উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ।

খোরিশ-প্রধানগণ।

স্ত্রীগণ।

ফতেমা ... মহম্মদের কন্যা।

সাদা
হাফজা
হেন্দা
জেনাব
রিহানা
সোফিয়া
ওমহাবিবা
মাইমুনা } মহম্মদের পত্নীগণ।

মক্কাবাসিনীগণ।

মেদিনাবাসিনীগণ।

সম্ভ্রান্ত রমণী পঞ্চদশ।

ফতেমার সঙ্গিনীগণ।

ধর্ম্মবীর মহম্মদ।

দ্বিতীয় ভাগ।

পঞ্চমাঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—মেদিনা—নবনির্ম্মিত জুম্মা মস্‌জিদ্‌।

মহম্মদ ও শিষ্যগণ উপস্থিত।

মহম্মদ।—হে ধার্ম্মিক সুবিজ্ঞমণ্ডলী!
শুন সবে অতীত ঘটনা মন দিয়া।
সত্যধর্ম্ম প্রকাশ অবধি,
মক্কাবাসী খোরিশমণ্ডলী,
অত্যাচার করিয়াছে নানা;
অবশেষে সশিষ্য এ দাস
বিতাড়িত লইনু আশ্রয় মেদিনায়!
মেদিনা বিজ্ঞের ভূমি
নবধর্ম্ম লইল আগ্রহে।

আজি দেখ—ঈশ্বরের প্রেমে
প্রেমিক কতই নরনারী।
দেখহ আমার পার্শ্বে
সমবেত কত শত সহস্র ধার্ম্মিক।
সত্যধর্ম্ম এত দিন পরে
দৃঢ়মূল—জ্বলি'ছে জ্বলন্ত অগ্নিসম!
আর এ স্রোতের মুখ
কা'র সাধ্য করে নিবারণ?
গঠিতেছিলাম ধর্ম্ম ঈশ্বর-আদেশে
এত দিন প্রেমোপকরণে।
পাইয়াছি নূতন আদেশ—
নূতন উপায়ে এবে
করা চাই ধর্ম্মের বিস্তার।
শুন স্থির কর্ণ পাতি' আদেশ পিতার!
ভিন্ন ভিন্ন কালে,
ভিন্ন ভিন্ন অবতারে,
প্রেরেছেন পরমেশ পিতা
বিভিন্ন প্রকৃতি তাঁ'র করিতে প্রচার।
মুসা দয়া—সলোমন জ্ঞান—
যিশুখৃষ্ট সততা, ক্ষমতা,
মহত্ত্ব বিপুল বিশ্বে দিলেন জাগায়ে।
কিছুতেই জাগিল না নিদ্রিত জগৎ!
শেষ অবতার আমি

আসিয়াছি তরবারি করে।
এক হস্তে বিশ্বাস-পতাকা—
অন্য করে ধরিয়ে কৃপাণ
ধর্ম্মরণে চল, ভ্রাতৃগণ!
স্ব-ইচ্ছায় যে না ল'বে জীবন্ত ধরম
নাশি' তায় কৃপাণ আঘাতে
লহ সাধ্যমত পুরস্কার।
এই ধর্ম্ম-তরবারি,
স্বরগের জ্বলন্ত কুঞ্চিকা।
ধর্ম্মের কারণে যিনি
কোষোন্মুক্ত করিবেন অসি,
পরলোকে পা'বেন মঙ্গল মিষ্ট ফল।
প্রত্যেক শোণিতবিন্দুপাতে,
শূন্যে পাতা রহিবে আসন অগ্নিময়।
ধর্ম্মের সমরে মরি' বিধর্ম্মীর করে
ধার্ম্মিক পাইবে স্বর্গালয়।
কৃষ্ণ আঁখি হরিগণ সনে,
অনন্ত আনন্দ লাভে কাটাইবে কাল।
জন্ম মৃত্যু ভাগ্যের লিখন।
জরাজীর্ণ মরণের চেয়ে
সত্যের সাহসে বাঁধি' বুক
ঈশ্বরের সুনাম রক্ষিতে
কা'র না মরিতে সাধ রণরঙ্গভূমে?

সকলে।—সবাই—সবাই মোরা
ধর্ম্মরণ করিব উল্লাসে।
মহম্মদ।—পাইলে সকলে, ভাই,
ঈশ্বরের প্রেম-আলিঙ্গন অলক্ষ্যেতে।
[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য—মক্কা—রাজবাটী।

হেন্দা ও আবুজান উপস্থিত।

আবুজান।—দলবৃদ্ধি করি' মহম্মদ
ধরিয়াছে দস্যুর প্রকৃতি।
পান্থ খোরিশীয়গণে
দলে দলে করে অত্যাচার—
লুঠিয়া লই'ছে ধন ধান্য দিন দিন।
এমনি পামর দুরাত্মন্,
পবিত্র রাজাব মাসে,
প্রেরিয়া দুর্ব্বৃত্ত অনুচরে নাকূলায়
স্বচ্ছন্দে নাশিয়া এক জনে,
দুই জনে লইল বন্দী করি'—
লুঠিয়া লইল ধন ধান্য সবাকার।
এই শেষে ঘ'টেছে পাপীর!!
হেন্দা।—সেই জন্য প্রাণনাথ

ত্রিংশ অশ্বসাদী সাথে ল'য়ে,
সিরিয়া হইতে
সহস্র উষ্ট্রের পৃষ্ঠে আহার্য্য চাপায়ে
আসি'ছেন লইয়ে মক্কায়!!

বেগে ওমেরের প্রবেশ।

ওমের।—ঠাকুরাণি! সর্ব্বনাশ!
দুর্দ্দান্ত পামর মহম্মদ
সঙ্গে ল'য়ে দস্যু তিন শত
মক্কাপথ আছে আগুলিয়া।
পতি তব পাইয়ে সংবাদ
অর্দ্ধপথে থামায়ে সবায়,
পাঠা'লেন আমায় সংবাদ দিতে হেথা।
যথাসাধ্য করুন এখন;
নিরাপদ নহে পথ আর।

হেন্দা।—বিজ্ঞ বীর! কি করি উপায়?
যা' ভেবেছি, তাই যে ঘটিল।

আবুজান।—কি ভাবনা কহ, বীরবালা?
এখনি কাবার-ছাদ হ'তে
মক্কায় দিই গে সংবাদ বিপদের।
দলে দলে আসিবে নগরবাসী সবে
উদ্ধারিতে নগরপালকে।

হেন্দা।—যথা অভিরুচি, দেব!

শীঘ্র কর, উপায় যা' আছে।
যত পার, কর গে সংগ্রহ
অশ্ব-উষ্ট্রারোহী সৈন্যদলে।
আমিও এখনি
পিতা ভ্রাতা পিতৃব্যগণেরে
আহ্বানিয়া করি অনুরোধ,—
সহিত সমর-সাজে
সানুচর যা'বেন রক্ষিতে প্রাণনাথে।

[আবুজানের প্রস্থান।

ওমের।—ঠাকুরাণি! অতি দ্রুত
আসিতেছিলাম যবে উষ্ট্র আরোহণে.
দেখিলাম—উপত্যকা-ভূমে
বেদার নদীর তটে
রচিয়া শিবিরসারি
করিতেছে বিশ্রাম সসৈন্যে মহম্মদ।
মধ্যপথ আয়ত্তে তাহার।
হেন্দা।—দেখিব কতই বল ধরে নরাধম।
খোরিশীয় বংশ ধনুর্দ্ধর
তীব্র তেজোময় উল্কাসম
পড়িলে সবেগে দলমাঝে
ছত্রভঙ্গে পলা'বে পামর।
নতুবা অসির মুখে

দলে দলে ছিন্নশির হ'য়ে
ছাইয়া পড়িবে রণভূমি।
বহিবে বেদার রক্তময়ী!
শৃগাল শকুনিগণ
দস্যু-মৃত-দেহ ল'য়ে
মহাভোজে মাতিবে উল্লাসে!
এই বার, ওরে অনুচর,—
এই বার আরব হইতে
মুছিয়া যাইবে একেবারে
মহম্মদ ঘৃণিত সে নাম;
ধর্ম্মরাজ্য হ'বে অরিহীন।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য—বেদার নদী-তট।

কয়েক জন মুসলমান সৈন্যের সহিত
হাম্‌জার প্রবেশ।

হাম্‌জা।—দেখিছ ত, সৈন্যগণ!
অগ্রগামী খোরিশীয় সেনা
আসি'ছে পিয়িতে নদীনীর;
সাবধানে রহ অপেক্ষিয়া।

ক্রুদ্ধ শার্দ্দূলের মত
এখনি সকলে একেবারে
ঝাঁপা'য়ে পড়িতে হ'বে, ভাই!
খণ্ড খণ্ড করিতে হইবে পুরোভাগে।
কেহ যেন না যায় ফিরিয়া।
এল এল—কি দেখ—করহ মহামার।

(এক দল খোরিশীয় সৈন্যের প্রবেশ ও মুসলমান সৈন্যগণের যুদ্ধ ও তাহাদিগের পতন)

এক জন আহত খোরিশীয় সৈন্য।—
বড় তৃষা—দেহ হে পানীয়!
পান লাগি' ঘটিল এ দশা!

হাম্‌জা।—বিধর্ম্মী পামর তুই,
নিষ্ঠীবনে পূরিব রে ঘৃণ্য মুখ তোর।
পদাঘাতে দিব রে এখনি
বেদারের বক্ষে বিসর্জ্জন।
পিও বারি উদর পূরিয়া।

(পদাঘাতে নিক্ষেপ)

অথা, আল্‌ওয়ালিদ্‌ ও সাইবার প্রবেশ।

অথা।—রে দাম্ভিক হাম্‌জা নিষ্ঠুর!
ক্ষুদ্র পদাতিকে মারি' ফলিল কি ফল?
প্রকাশিলি কি সমর-নীতি?

থাকে যদি ক্ষমতা ও দেহে
কর্ রণ আমাদের সনে ;—
বলের পরীক্ষা ল'তে মোরা
দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে করি আবাহন।

হাম্জা।—হা রে বৃদ্ধ রাক্ষসাবতার !
জামাতায় রক্ষিতে আইলি ?
মনে ভেবেছিস্ বুঝি
ফিরে পুন যাইবি মক্কায় ?
দে রে আশা বিসর্জ্জন,
বলি দিব এখনি ও শির তো'ক'টার।
মেদিনার এই তিন বীর সনে রণে
পাপ দেহ হউক পতিত রণভূমে।

ওয়ালিদ্।—চাহি না মেদিনাবাসী ;
চাহি মোরা মক্কার পামর নরপ্রেতে,
প্রতিদ্বন্দ্বী তোরাই মোদের।
থাকে যদি কর্ আবাহন।

(আলি ও ওবিদার প্রবেশ।)

আলি।—এসেছি আমরা দুই জন ;
এখনি পামর তিন জনে—
তিন জনে নাশিব সমরে ;
ধর্ম্মরণে করি আবাহন।

(হাম্‌জা ও অথা, আলি ও ওয়ালিদ্, ওবিদা ও সাইবার দ্বন্দ্বযুদ্ধ)

হাম্‌জা।—হ'ল, বৃদ্ধ! থাক্ ভূমিতলে,
পাপ-প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু তোর।

(অথার পতন ও মৃত্যু)

আলি।—আর কেন—কম্পিত যে দেহ?
ছিন্নশির এই বার
তীব্র বেগে দিনু বিসর্জ্জন মেদিনারে।

(ছিন্নদেহ ওয়ালিদের পতন)

ওবিদা।—অস্ত্রবল অগ্রাহ্য আমার;
শতধা বিদীর্ণ বক্ষ, ডরি না তা'তেও;
মরিয়াও মারিব পামর।

সাইবা।—কতক্ষণ সহিবি সমর, নরাধম!
সহ্য কর্ এই শেষাঘাত।

(আঘাতের উদ্যম)

হাম্‌জা।—কি করিস্, ওরে নরাধম!
সাথী সহ যা চলি' শমনবাসে তুইও।

(আঘাত ও সাইবার পতন)

এ কি আলি!—পড়িল ওবিদা!
বুঝি প্রাণ না রহে বা দেহে।

(ওবিদার পতন)

ওবিদা।—বড় সুখ ধর্ম্মরণে ত্যজিতে জীবন।
সম্মুখে স্বরগ-দ্বার এই—
এই যে স্বর্গীয় দূত—
মরি—মরি— পূ—র্ণ প্রা—ণ-আ—শা— !

(মৃত্যু)

আলি।—চল, দেহ ল'য়ে যাই, দেব !

[মৃতদেহ বহন করিয়া প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য—শৈলোপরিস্থ কুটীর।

মহম্মদ উপাসনায় নিযুক্ত ; আবুবেকার উপস্থিত।

মহম্মদ।—দয়াময় ! কর গো করুণা ;
আশা পূর্ণ কর এ দীনের, দীননাথ !
এ সময়ে কর পরিত্রাণ।
সত্যের জীবন্ত অরি পাপাত্মানিকর
সদর্পে দলি'ছে দলবল।
করহ উপায়,—নহে চিরকাল তরে
তব নাম যায় গো উঠিয়া।
উর, দেব, উর, দয়াময় !—
বক্ষে আসি' হও আবির্ভাব।
জ্যোতির্ম্ময় ও মুখ নেহারি'
উচ্চ আশা মিটাই প্রাণের।

ওহো—তেজ—তেজে যে পূরিল সর্ব্বকায়!
ধর—ধর—আঃ—দয়াময়!

(মূর্চ্ছা।)

আবুবেকার।—সঙ্কল্প হইল সিদ্ধি;
নাহিক বিলম্ব দেখি আর।
গুরুসনে হ'তেছে সাক্ষাৎ—
বিশ্বপিতা বক্ষে আবির্ভাব।
সার তত্ত্ব মিলিবে এখনি।
জ্বলন্ত দেহের জ্যোতি তীব্র জ্বালাময়;
এই যে কম্পিত আঁখি;
উঠ, দেব! কামনা সফল—নাহি ভয়।

মহম্মদ।—(উত্থিত হইয়া)—
এখনি অরাতি হ'বে নাশ।

(ধূলি হস্তে লইয়া উড়াওন)

অরিনেত্র যা রে নিমীলিয়া;
হৃদিতেজ হউক নির্ব্বাণ।
রে সৈন্যসামন্তগণ!
মিছে কেন অপেক্ষিয়া আর?
নির্ভয়ে—বিপুল বেগে
পশ সবে সমর-সাগরে।
কৃপাণ-ছায়ায় সবাকার—
স্বর্গদ্বার আছে অবারিত।

জ্বলন্ত বিশ্বাস ল'য়ে—এ ধর্ম্মসমরে—
হাসিতে হাসিতে নাশি' অরাতিনিকরে
পড় যদি রণরঙ্গভূমে,
স্বর্গীয় দূতের রাশি তুলি' সিংহাসনে
স্বর্গরাজ্যে দিবে হে ছাড়িয়া;
কাম্য সেথা আশার অতীত।
সুখ মোক্ষ লভিতে ধাও, রে সৈন্যঠাট!
সাথে সাথে র'বেন ঈশ্বর।

আবুবেকার।—বাধিল তুমুল রণ;
দুই ঠাটে হৈল মিশামিশি।
অসি, খড়্গ উঠি'ছে—পড়ি'ছে;
ঝকি'ছে শোণিতপায়ী শূল রবিকরে;
হুহুঙ্কারে ফাটি'ছে গগন।
রক্তে রাঙা রণরঙ্গভূমি!
হতাহতে বহি'ছে বেদার স্রোতমুখে!
দেখুন দেখুন, দেব!
আবুজান পিশাচাবতার
শূলবিদ্ধ পড়িল ঘোটকপৃষ্ঠ হ'তে।
ওই পুন বিজয়হুঙ্কার;
পলাই'ছে পাছু হটি'
ছত্রভঙ্গে খোরিশীয় সেনা।
ছুটি'ছে পশ্চাতে তীর-বেগে
সৈন্য সহ ওমার জ্বলন্ত বীরবর।

মহম্মদ।—জয় দেব জগৎ-ঈশ্বর!

তব কর্ম্ম সাধিনু সকলে।
হে আবুবেকার সাধু!
দেখিলে কি লীলা বিধাতার?
নর চক্ষে পেলে কি দেখিতে কি ব্যাপার?—
কি ব্যাপার ঘটিল এখনি?

আবুবেকার।—কই, কি হইল অমানুষী?
কি ঘটিল দৈব হে দেবতা কি ঘটন?

মহম্মদ।—আহা সে যে দৃশ্য মনোহর,
স্বর্গীয় সমর-বীর সহস্র অধিক
শ্বেত পীত উষ্ণীষ শিরসে—
জ্যোতির কৃপাণ করে—
শূন্য হ'তে নামি' সারি সারি
মুহূর্ত্তেকে করিল উজাড়
খোরিশীয় সৈন্য দলবলে।
পক্ষভরে উড়ি' পুন,
ইঙ্গিতে দেখা'য়ে মোরে মৃদু হাসি' হাসি'
মহাশূন্যে মিশা'ল সহসা।

আবুজানের ছিন্নমুণ্ডহস্তে মসাউদের প্রবেশ।

মসাউদ।—পূর্ণ অবতার প্রভু!
ধরুন বিধর্ম্মি-সেনাপতি-ছিন্নশির;
উপহার ও চরণে মোর।

মহম্মদ।—আশীর্ব্বাদ দিলাম প্রাণের;
মসাউদ ধর্ম্মবীর তুমি,

স্বর্গে তব নির্ম্মিত হইল রত্নাসন।
পাপমুণ্ড নয়নের শূল;
শূলে বিন্ধি' রাখ গে শিবিরে।

বন্দী অবস্থায় আল্‌আব্বাস, আবুলআস্ ইত্যা-
দিকে লইয়া রক্তাক্তকৃপাণকরে
জয়োন্মত্ত ওমারের প্রবেশ।

ওমার।—গুরুদেব!
পলায়িত পশ্চাতে ধাইয়া;
আনিয়াছি বলে বন্দী করি'
দুষ্ট অরি খোরিশীয়গণে।
যথা-ইচ্ছা করুন বিচার;
আজ্ঞা দিন, আছি উপস্থিত।
কোষবদ্ধ করি নি কৃপাণ এখনও;
সদ্য রক্ত ঝরিছে ঝর্‌ঝরে।
মেটে নি এখনও তৃষা
সমূলে বিনাশ করি' বিধর্ম্মিনিকরে;
মিটাই পিপাসা কৃপাণের।

আবুবেকার।—বন্দী মৃত উভয়ই সমান;
কি লাভ হইবে বল,
মৃতদেহে করি' অস্ত্রাঘাত?
পণ-মুদ্রা লইয়া সবায়
মুক্তি দিলে, অক্ষত রহিবে প্রভুমান।
অনুতাপে—প্রাবল্যে দয়ার

পাপস্তূপ দহিবে তা' হ'লে ইহাদের ;
সত্যপথে আসাই সম্ভব।

মহম্মদ।—পরামর্শ সঙ্গত তোমার,
সাধ্যমত লহ পণ যাহার যেমন।
হে পিতৃব্য! চিনেছি তোমায় ;
তব পণ-মুদ্রা—ভাল জানি—
আছে হৃদে সত্যের কণিকা ;
কর তুমি পয়াণ মক্কায়,
বহুকার্য্য সাধিত হইবে তোমা হ'তে।

আল্‌আব্বাস।—আহা, বৎস করুণা-সাগর!
উচ্চ আশা হ'বে ফলবতী শীঘ্র তব।
জেনো স্থির মনে মনে—
সত্যপথ আহৃত আমার।
করিতে চলিনু, বৎস, কার্য্য বিধাতার
গুপ্তভাবে অবিশ্বাসি-মাঝে।

[প্রস্থান।

মহম্মদ।—হে জামাতা আবুলআস্‌!
ধর্ম্মশত্রু তুমি চিরকাল ;
কন্যা মম উপযুক্ত নহে তব কভু,
তুমি স্বামী কলঙ্ক তাহার ;
আশা যদি থাকে প্রাণে,
ফিরাইয়া দেহ তনয়ায় মোর তুমি ;
নতুবা জীবন যা'বে ঘাতক-কৃপাণে।
[illegible] ইচ্ছা করহ সত্বর।

আবুলআস্।—চাহি না কন্যায় তব ;
পিতৃধর্ম্ম রাখিব নিশ্চয়।
ফিরে লহ জিনায়বে তব
প্রাণ ল'য়ে ফিরিব মক্কায়।

মহম্মদ।—রে জিয়দ !
মক্কা হ'তে আনহ প্রাণের তনয়ায় ;
ধর্ম্মশীলা সে বড় আমার।
যদি কেহ রোধে পথ
ধর্ম্ম-তেজে তেজীয়ান্ তুমি
আত্মপথ ক'রো পরিষ্কার।
আবুল আস্! রহ তত দিন বন্দিভাবে,
যত দিন না ফিরে জিয়দ।

[জিয়দের প্রস্থান।

লুণ্ঠিত দ্রব্যের রাশি
সমভাগে লহ, সৈন্যদল !
হে বেকার! পরিশ্রান্ত সৈন্যগণ লভুক বিশ্রাম ;
কালি প্রাতে তুলিয়া শিবির
মেদিনায় হ'বে প্রবেশিতে।
উৎকণ্ঠিত অধিবাসিগণ ;
বিজয়-পতাকা ল'য়ে প্রবেশিলে পুরে
জয়নাদে বাজিবে বিমান ;
ধর্ম্মরাজ্য হইবে বিস্তার।

(পটক্ষেপণ)

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—মক্কা—আবুসোফিয়নের রাজসভা।

আবুসোফিয়ন, হেন্দা, খালেদইবিন্ওয়ালেদ্,
আফ্রেমা ও সভাসদ্গণ উপস্থিত।

হেন্দা।—বৎসর ফিরিয়া গেল,
প্রতিহিংসা কই, নাথ, করিলে গ্রহণ?
পিতা ভ্রাতা পিতৃব্য আমার
অযথা সমরে সঁপি' প্রাণ
কাঁদাইয়ে গেলেন আমায়।
প্রতিশোধ কই তা'র?
সেই শত অস্ত্র-ক্ষত শোণিত বমনে
উচ্চনাদে ডাকি'ছে আমায়
রক্তপাতে লইতে শোণিত-প্রতিশোধ।
পাষাণী তনয়া আমি
শুনিয়াও পাই না শুনিতে।
কি কহিব, প্রাণনাথ,
রমণী না হ'লে আমি,
উন্মাদিনী বিকট মূরতি—
এলায়িত কেশে হস্তে ধরি' করবাল
ধাইতাম সমর-অঙ্গনে;
কেশে ধরি' পাপাত্মা হামজার

শত খণ্ড করিতাম দেহ,
রক্ত শুষি' দিতাম ফেলিয়ে;
শ্মশানে শকুনি শিবা
চিবাইত কড়কড়ে অস্থি রাশি রাশি।
নাহি সে ক্ষমতা মোর,
রমণী-জনম হয়ে
কি হ'বে রহিল যদি পুরুষ-প্রকৃতি!
কর, নাথ, সমরায়োজন;
নতুবা বিদায় দাও—
ক্ষোভে প্রাণ ত্যজি গে অনলে!

সোফিয়ন।— হে প্রেয়সি!
আমারও কি আছে অন্য সাধ?
শয়নে—স্বপনে—উপবেশনে—জাগ্রতে
প্রতিহিংসা বিকট পিশাচ
অহরহ দিতেছে ধিক্কার!
ধর্ম্মদ্বেষী মহম্মদ
দিনে দিনে বাড়ায় প্রতাপ,
অসহ্য—অসহ্য, সুলোচনা!
অসহ্য তাহার গুণ-গান।
দেখিব এ বার—
দেখিব সমরে পারি কি না পরাজিতে?
পারি কি না পৃথিবী হইতে
ধর্ম্মত্যাগী পিশাচে করিতে বিসর্জ্জন?
দেখিব সমরে

পারি কি না পারি—
পিতৃনাম রাখিতে অক্ষত ?

আফ্‌রেমা।— মহাভাগ !
পিতৃঘাতী পাপাত্মা পামর,
স্মরিলে তাহার নাম
হৃদে মোর জ্বলে তুষানল।
মর্ম্মে মর্ম্মে কালকূট
বিহরে বিদ্যুদ্বেগে, দেব !
ইচ্ছা হয়—একাকী এখনি
ভুলিয়া সংসার ধরা আত্মপরিজন,
ঊর্দ্ধশ্বাসে যাই যথা পিতৃঘাতী ক্রূর !
হেরি গে শোণিত তা'র,
ছিন্নশির করি গে চর্ব্বণ।

খালেদ।— নরনাথ ! মক্কার শাসক !
সুপবিত্র পুরীপতি তুমি,
দেবদল পৃষ্ঠ রাখে তব ;
সজাগ নক্ষত্রদল
চারু দীপ্ত শক্তি সঞ্চারয়।
কেন তবে—কেন তবে, দেব,
দেশের জীবন্ত অরি—
ধর্ম্মের সে বিপ্লবকারীরে
এখনও না করি'ছ শাসন ?
এখনও সে ক্ষুদ্রপ্রাণী মূঢ়ে
কেন দাও বিচরিতে বক্ষ ফুলাইয়ে ?

ত্রিসহস্র ধনুর্দ্ধর
মক্কায় র'য়েছে একত্রিত !
আরবের বীরপুত্র
কানানা তেহাসা বংশ
সবে তব অনুগত, দেব !
সবাই জনম-ভূমি-মান্য-রক্ষা তরে
বক্ষরক্ত ঢালিতে প্রস্তুত ।
পদে পদে অপমান সহি',
অভিমানে নিম্নশির দেখ সবাকার ।
ক্ষোভে রোষে—কে জানে কি হয়—
অরি সনে না হ'লে ঘর্ষণ ঘোরতর,
আত্মবিগ্রহের দায়
মজাবে স্বর্ণ-জন্মভূমি ।
বুঝিয়া বিহিত কর,
ব্যগ্র সবে সমরে পশিতে—
ব্যগ্র সবে নাশিতে বিধর্ম্মী মহম্মদে ।

সোফিয়ন ।—যথারুচি তোমাদের,
সৈন্যসহ চলহ সমরে পশি, বীর !

হেন্দা ।—আমরা সকলে মিলি'
পাছু পাছু যাইব সমরে ;
বীরাঙ্গনা কি ভয় মোদের ?
গাইব উৎসাহ-গীতি,
ষোড়শ রমণী মিলি' উচ্চে—একতানে ;
বীরঠাট মাতিবে ভৈরবে !

কাঁদিয়া শুনা'ব সবে
বেদারের সমর-কাহিনী ;
ক্ষোভে রোষে রুষিবে সবাই।
ভীমনাদে ফাটা'য়ে আকাশ,
উল্কাপাত সম সবে প্রবেশিবে রণে ;
প্রতিহিংসা ক্রোধানল করিবে নির্ব্বাণ।

সোফিয়ন।—বীরাঙ্গনা-বিহিত কল্পনা।
সমরে উৎসাহ নারী—
শক্তিরূপা মঙ্গলা রমণী।
সুকল্যাণী সমর-প্রতিভা !
চল সাথে বীরহ্রদে বসি'
বীরাসনে গাইবে উল্লাসে
উচ্চকণ্ঠে সমর-সঙ্গীত।
চক্ষের সম্মুখে তোমাদের
দ্বিগুণিত বলে বলীয়ান্
খোরিশীয় হইবে বিজয়ী—
বাজা'বে বিজয়-ভেরী গগন বিদারি'।

খালেদ।—সুসজ্জিত নগর-চত্বরে
ত্রিসহস্র বীর-বংশধর।
বর্ম্মধারী সপ্তশত, দ্বিশত নিষাদী,
অশ্বারোহী ত্রিশত, পদাতি বক্রী সব।
সম্মুখে পতাকা-করে
আব্দাল্‌দার বংশীয় যুবক এক শত।
সমরে অগ্রণী বীর

দৃঢ় বক্ষ কালের কবাট সবাকার।
আজ্ঞা দিন, নরনাথ!
এখনি নড়িবে ঠাট—হ'বে অগ্রসর;
সেনাপতি করুন নিয়োগ!

সোফিয়ন।—বামেতে আফ্‌রেমা বীর,
কর রক্ষা দক্ষিণ খালেদ বিজ্ঞ বীর!
মধ্যে আমি রহিব একক।
পার্শ্বরক্ষী অশ্বারোহিগণ!
ব্যূহ রচি' হও অগ্রসর,
বিলম্বের নাহি প্রয়োজন।
সহকারী সেনাপতিগণে
আজ্ঞা দাও হইতে প্রস্তুত সেনাসহ।

[আল্‌আব্বাস্‌ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

আব্বাস্‌।—এ বড় বিষম ব্যূহ,
কা'র সাধ্য ভেদিবে ইহায়;
বিশেষতঃ অকস্মাৎ
পড়ে যদি অপ্রস্তুত দলে,
মুহূর্ত্তে মরিবে দলে দলে;
মহম্মদ হইবে নিপাত অনায়াসে;—
নবধর্ম্ম অঙ্কুরে শুকা'বে।
এখনি বিশ্বাসী কোন দূতে
প্রেরি আমি মহম্মদ পাশে
জানাইতে আগে ভাগে

এই রণ-সহার বারতা ভয়ঙ্কর।
প্রস্তুত হইয়া র'বে,
সাধ্যমত নিবারিবে বলে;
পিছে হ'বে, যা' আছে লিখন ভবিতব্যে।
হে ঈশ্বর সত্যের স্বরূপ!
তব পথ হ'বে কি—হ'বে কি কণ্টকিত?
র'বে কি এমনি চিরকাল?
কর, দেব, পরিষ্কার;
সাধুবর্গ ধাউক উল্লাসে
নিরাপদে তব পদ আশে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য—অহোদ পর্ব্বত-উপত্যকা।

সসৈন্য মহম্মদ উপস্থিত।

মহম্মদ।—বৃদ্ধদল সদা সঙ্কুচিত,
অরিসনে সদর্পে যুঝিতে?
যুবক যশের কেতু,
কার্য্যক্ষম—সদা অগ্রসর—
উৎসাহে মাতায় ত্রিজগৎ।
বৃদ্ধের বচন শুনি'
মেদিনায় স্বদলে রহিলে বন্দিভাবে
কোন্ কার্য্য হইত সাধন?

নির্লাজ অরাতি আসি' প্রাচীর-বাহিরে
শ্লেষবাক্যে করিত কৌতুক।
নগর বাহিরে
ফলবন্ত তরু-সারি, শ্যামল প্রান্তর
ছিন্ন ভিন্ন করিয়া যাইত!
স্বচক্ষে দেখিতে হ'ত উল্লাস অরির,
স্ববক্ষে সহিতে হ'ত শেল বিদ্রূপের!
সে হাসি—ঘৃণার অট্টহাসি
কোন্ প্রাণে সহিতাম মোরা,
ধর্ম্মবীর ঈশ্বরানুচর?
স্বল্পসৈন্য—কি ভয় তাহায়?
হৃদে জ্বলে ধর্ম্মতেজ;
বজ্রমুষ্টে সত্যের কৃপাণ খরশাণ;
না হোক্ সহস্রাধিক
এই ল'য়ে সদর্পে যুঝিব;
দেখিবে বিস্মিত নেত্রে স্থাবর জঙ্গম
ধর্ম্মবল কত ভয়ঙ্কর!

ওমার।—গুরুদেব!

সহস্র সৈন্যের মধ্যে
আবদুল্লা অধীনে আছে য়িহুদি কতক;
বিধর্ম্মি তাহারা সবে।

মহম্মদ।—ধর্ম্মরণ বিধর্ম্মীর সনে,
রক্তপাত সত্যের প্রকাশে!

চাহি না বিধর্ম্মি-সহায়তা।
সম্ভ্রান্ত যিহুদা বংশ
নবধর্ম্ম করিলে গ্রহণ,
পারি দলে লইতে তাঁ'দের ;
নতুবা কি আবশ্যক, বল ?
জিজ্ঞাসহ জনে জনে—
সত্যালোক ধরিতে হৃদয়ে
কার সাধ ? কে চাহে আসিতে
পবিত্র ইস্‌লাম্ ধর্ম্মে ঈশ্বর-আদেশে ?

আব্‌দুল্লা।—অস্বীকৃত যিহুদা সবাই ;
নিজ ধর্ম্ম করি' ত্যাগ
পর-ধর্ম্মে না যা'বেন কেহ।

মহম্মদ।—চাহি না সাহায্য তবে ;
যথা-ইচ্ছা যাউন যিহুদা দলবল।
চাহি না বেতনভুক্ অবিশ্বাসী ঠাট,—
চাহি না অরাতি নাশি'
রাজ্য মম করিতে বিস্তার।
আমি চাহি—প্রেমময়
ঈশ্বরের রাজ্য বাড়াইতে।

[আবদুল্লা ও যিহুদিয়গণের প্রস্থান।

আবুবেকার।—ধর্ম্মবীর, মহত্ত্ব আধার !
বড় ক্ষীণ হইল ইস্‌লাম্ সৈন্যদল ;
সাজিবে কি সম্মুখ-সমর ?

নহে কি উচিত এবে—
পরিখা-প্রাচীর মধ্যে থাকিয়া সবাই
আত্মরক্ষা করি মেদিনায় ?

মহম্মদ।—না না, আবুবেকার, তা' নয়,
অবতার আমি—ঈশ্বরের চিরদাস।
যে কৃপাণ কোষোন্মুক্ত ক'রেছি প্রথমে,
পরে শুধু আশঙ্কায়
সে কৃপাণ না করিব কোষবদ্ধ আর।
অগ্রসর হ'য়েছি যখন,
পাছু হটি' পলায়ন কভু কি সঙ্গত ?
যত ক্ষণ পূর্ণ-পরমেশ
অরিসনে না করেন কোন
বিশেষ বিধান কিছু ধ্রুব সঙ্ঘটন,
তত ক্ষণ ধর্ম্মবলে মহা-বলীয়ান্,
বক্ষ পাতি' পশিব সংগ্রামে—
আসে শূল বিদীর্ণ হইব।
জানিব অদৃষ্ট-লিপি তাই।

আবুবেকার।—ওই দূরে আসি'ছে বাহিনী খোরিশীয় ;
রণমদে মত্ত সৈন্যদল,
যথা আজ্ঞা দিন, গুরুদেব !

মহম্মদ।—কোথায় ধানুকিগণ,
স্থানে স্থানে—পর্ব্বতান্তরালে
লুকাইয়া কর শর বেগে বরিষণ ;
অর্দ্ধপথে থাকে যেন আটকিয়া অরি।

হে আবুজুজ্জল! লহ করাল কৃপাণ,
যথাসাধ্য কর ইথে রণ।

আবুজুজ্জল।—(তরবারি লইয়া)—
যত ক্ষণ র'বে প্রাণ, অরিসারি মাঝে
নির্ভয়ে ঘূরা'ব তরবারি।

হামুজা।—হজরত বৎস মহম্মদ!
ওই দ্যাখ—দাঁড়া'ল স্তম্ভিত হ'য়ে ঠাট;
ধানুকিগণের শরবর্ষণে কাতর।
এক পদও আগু সরি'
পারি'ছে না আসিতে দুর্দ্দান্ত খোরিশীয়।
চল, আবুজুজ্জল, দু'জনে চল রণে;
সঙ্গে ল'য়ে মত্ত বীরগণে
পড়ি গে উল্কার মত রণরঙ্গভূমে।

[উভয়ে কতক সৈন্য লইয়া প্রস্থান।

মহম্মদ।—স্থির হ'য়ে রহ, অবশিষ্ট সৈন্যগণ,
সুযোগ বুঝিয়া ক্রমে হ'বে অগ্রসর।
অরিমাঝে আছে বীর—
ওই দ্যাখ—খালেদ প্রচণ্ড ধনুর্ধর;
সাথে পঞ্চশত অশ্বারোহী।

ওমার।—গুরুদেব! কি দেখেন আর?
দেখুন—ভয়াল সংঘর্ষণ!
বিষম চাপনে আমাদের
পাছু হটে খোরিশীয় ঠাট।

ওই পুন একে একে
আব্‌দেল বংশীয় যুবাদল
পতাকা ফেলিয়া ভূমে,—
ছিন্নশির লুটাই'ছে শোণিত-ধারায়।
হাম্‌জা তুজ্জল দোঁহে বীর অবতার
উগ্র তেজে ঘটায় বিপ্লব।
এই ত সুযোগ, মহাভাগ!
দেহ আজ্ঞা সৈন্যদলে—
ঘোর বেগে করুক লুণ্ঠন অরিমাঝে;
পরাজিত হইল অরাতি।

আবুবেকার্।—চলহ, ওমার! নাহি ভয়,—
চল মাতি রণরঙ্গভূমে।

[সৈন্যগণসহ উভয়ের প্রস্থান।

মহম্মদ।—সর্ব্বনাশ ঘটিল—ঘটিল!
বিনা অনুজ্ঞায় মোর
ছত্রভঙ্গে লুণ্ঠন-আশায়
মজিবে এখনি সৈন্য মোর;
হয় ত ঘটিবে পরাজয়।
ও কি পুন—ধনুর্দ্ধারিগণ
নিরাপদ স্থান ত্যজি'
পশিল ছুটিয়া রণভূমে?
কে জানে কি ঘটে বা এখনি!
একক কি করি আমি;

হে পিতঃ! অনন্ত সাথী
সাথে আসি' রক্ষ গো তনয়ে।
রাখ মান—রাখ মান, দেব!—
রাখ এ সমরে অবতারে।
তব সত্য করিতে ঘোষণা,
অবতরি' অবনীমণ্ডলে
অন্ধকারে ঢালিতেছি তীব্র ধর্ম্মালোক।
সবে মাত্র অঙ্কুর তরুর;
অঙ্কুরে শুকা'য়ে গেলে,
পুন ঘোর অন্ধকারে
নরনারী মজিবে—মরিবে অনুতাপে;
পৌত্তলিক পাইবে প্রশ্রয়;
তব গ্লানি চলিবে জগতরাজ্যময়!
সর্ব্বনাশ!—ও কি হ'ল!
ছত্রভঙ্গ বাহিনী আমার!—ও কি!—ও কি!
খালেদ নির্ভীক সেনাপতি
তীব্র বেগে করিল স্বদলে আক্রমণ;
ছারখার হইবে যে ঠাট মুহূর্ত্তেকে!
দেখি, নিজে পশি রঙ্গভূমে,
পারি কি না ফিরা'তে—করিতে সুশৃঙ্খল?

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য—আহোদ পর্ব্বততল—রণক্ষেত্র।

(হেন্দা ও পঞ্চদশ সম্ভ্রান্ত রমণীর সমর-সঙ্গীত)

মালকোষ।

রণমদে প্রমত্ত বীরবর নিকর !
খর খর অসি করে করহ ঘোর সমর।
বীরাঙ্গনা মোরা করি বরণ,
উৎসাহ-সঙ্গীতে মাতাইয়ে মন,
দিনু বিদায়, রণরঙ্গে বিচর ;—
অরিশির ছিন্ন করি' গর্ব্বে বিহর॥
পতিপুত্রহীনা মোরা অবলা,
প্রতিহিংসা-আশে বিক্ষোভে বিভোলা,
শান্তি দাও এ দগ্ধ-হৃদয়ে, হৃদয়হর,
দীরঘ নিশ্বাস ঘুচাইয়ে আঁখিবারি নিবার॥

(নেপথ্যে রণবাদ্য, হুহুঙ্কার ও হাহাকার শব্দ)

ওয়াফ্‌সার প্রবেশ।

ওয়াফসা।—ঠাকুরাণি !
প্রায় শেষ হইল সমর।
ক্রুদ্ধ বীর খালেদ মাতিয়ে রণমদে,
উপযুক্ত বুঝিয়ে সুযোগ,

তীব্র তেজে ছত্রভঙ্গ অরিসারি মাঝে
উল্কাসম হ'লেন পতিত।
রণরঙ্গভূমে এবে
কি ভীষণ হয় অভিনয়!
এক দিকে হুহুঙ্কার গগন বিদারি',
অন্য দিকে মর্ম্মভেদী ঘোর হাহাকার!
রক্তপাত বিকৃত ভয়াল—
ছিন্নশির হস্ত পদ কুক্ষি করতল
রাশি রাশি লুটি'ছে ভূতলে!
মৃতদেহ—ছিন্নগ্রীবা হ'তে
ফুৎকারে শোণিত-উৎস-ঝারা
ঝরিয়া পড়ি'ছে ঠিকুরিয়া!
ধর্ম্মদ্বেষী নরাধমগুলা
বড়ই মাতিয়েছিল
লুণ্ঠনে ম্লেদের দলবলে!
এবে শাস্তি হই'ছে তাহার;
কেহ বুঝি যা'বে না ফিরিয়ে বোধ হয়।

হেন্দা।—ইযিপ্ত-অধিবাসী
কৃষ্ণবর্ণ সাধু ক্রীতদাস!
প্রভুভক্ত কে আছে তোমার সম আর?
কহি শুন প্রাণের আগ্রহ,—
কর দেখি কার্য্য ইচ্ছামত।

ওয়াফ্সা।—ঠাকুরাণি! যথা-আজ্ঞা,
সাধিব এখনি প্রাণ দিয়া।

হেন্দা।—ওয়াফ্‌সা রে! কি কহিব আর?
পিতা পুত্রে, পিতৃব্যে ভ্রাতায়
নাশিয়াছে হাম্‌জা নিষ্ঠুর!
আজি উপযুক্ত কাল
নাশ তা'রে বলে কি কৌশলে।
প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি আমার
শান্ত কর; প্রাণের প্রসাদ
দিব তোমা—মুক্তি দিব—পুরস্কার তব।

ওয়াফ্‌সা।—যথা-আজ্ঞা, ঠাকুরাণি!
সাধ্যমত করিব পালন!

[প্রস্থান।

হেন্দা।—চল লো ভগিনীগণ!
চল পুন ধাই ওই ধারে।
মাতাইয়ে দিই গে খালেদে,
নবোৎসাহে করুক নির্ম্মূল
একেবারে বিধর্ম্মী যবনে।
মহম্মদে দিক্ বিসর্জ্জন
অনন্ত সে কালের সাগরে।

[সকলের প্রস্থান।

মহম্মদের প্রবেশ।

মহম্মদ।—কি হইল, হায় হায়,
পতিত সমরে আবুবেকার ওমার!
আহত সমগ্র সেনাপতি!

পতিত পতাকাবাহী মোসাবে হেরিয়ে
শত্রুকুল ছুটা'লে সংবাদ—
মহম্মদ হইল বিনাশ !
শঙ্কিতবাহিনী মোর
পাছু হাটি' পলা'ল সত্বর।
পতিত পতাকা ধরি'
আলি দ্রুত করিল পয়াণ ;
বুঝি রণে হৈনু পরাজিত—
বুঝি প্রাণ দিতেই হইল !

ওবিজইবিনুসালাফের প্রবেশ।

ওবিজ।—কে বলে মরিল মহম্মদ ?
এই যে লুকা'য়ে হেথা ?
এখনি করিব নাশ ;
মম ভাগ্যে—মম করে মৃত্যু পামরের !

মহম্মদ।—রে দুর্দ্দান্ত শত্রু বিধাতার !
পতিত হইলি তুই !
দেখ্, শূলে বিদারিনু বুক !

(শূলপ্রক্ষেপ—ওবিজের আঘাতিত হইয়া পতন)

পাপ !—পাপ !—নয়নের শূল !

(নেপথ্য হইতে ধনুর্নিক্ষিপ্ত এক খণ্ড প্রস্তর
মহম্মদের ওষ্ঠে আঘাত ও রক্তপাত
ও দন্তভগ্ন)

উহুঃ, এ কি ?

অলক্ষ্যে কে করিল আঘাত ?
ক্ষত হৈল ওষ্ঠাধর—
রক্ত ঝরে ঝলকে ঝলকে—
দন্ত ভগ্ন হৈল—উহুঃ—জ্বালা!!

(নেপথ্য হইতে নিক্ষিপ্ত শরে কপালবিদ্ধ)

এ কি পুন!—
শরাঘাতে বিদীর্ণ কপাল!
উহুঃ—উহুঃ—পারি না যে আর!
পারি না যে—অস্থির চরণ—
কম্পিত শরীর—আর
দাঁড়াইতে নারিনু—পড়িনু রণভূমে!

(মহম্মদের পতন—মালেকপুত্র রাবের প্রবেশ ও ধারণ)

রাব।—গুরুদেব! এ কি দশা হেরি?
কে জানে পাপাত্মা কোন্
মর্ম্মভেদ করিল মোদের?
শক্তি যে নাহিক কিছু আর!
গুরুদেব! স্কন্ধে ভর দিয়া এ দাসের
চলুন লইয়া যাই
নিরজনে—নিরাপদ স্থানে।

মহম্মদ।—কে রে বৎস?
কে আমায় আইলি রক্ষিতে?
আশীর্ব্বাদ করি প্রাণ ভোরে।

হে পরম পিতৃদেব!
কে জানে কি শুভ ইচ্ছা তব?
দাসের আঘাতে
না জানি কি সাধু কার্য্য সম্পন্ন হইবে?
চল বৎস!—ল'য়ে চল মোরে।

[রাবের স্কন্ধে ভর দিয়া প্রস্থান।

ওয়াফ্সার প্রবেশ।

ওয়াফ্সা।—দ্রুত আসে জনেক সৈনিক আমাদের;
পাছে ছুটি' তরবারি করে
আসি'ছে হাম্‌জা নরপ্রেত।
দেখি, কি করিতে পারি?
দেখি, ঠাকুরাণী-আজ্ঞা
পারি কি না পারি এবে করিতে পালন?

এক জন ধনুর্ধারী সৈনিকের পশ্চাতে

হাম্‌জার প্রবেশ।

হাম্‌জা।—পামর পদাতি ধনুর্দ্ধর,
লুকা'য়ে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপি' শায়কে
হজরতে করিলি বিনাশ?
দেখেছি পড়িতে তাঁ'য় রণরঙ্গভূমে!
নাহি রক্ষা মহম্মদঘাতী—
নাহি রক্ষা আজি তোর আর!
(অসি আঘাত ও সৈনিকের পতন ও মৃত্যু)

ঘৃণিত পদাতি নরাধম!
পদাঘাতে ফেলি মৃতদেহ
শোণিতাক্ত ছিন্নশির সহ
অপ্রশস্ত রক্ত-পরিখায়।

(পদাঘাত ও পাতন)

ওয়াফ্‌সা।—এই দিব্য অবসর,
প্রতিহিংসা সহ্য কর্, ক্রূর—
প্রতিহিংসা সোফিয়ন-মহিষী হেন্দার।

(শূলে হাম্‌জাকে ভূমির সহিত বিদ্ধকরণ)

হাম্‌জা।—উহুঃ!—ওরে মর্ম্মছিন্ন হ'ল,—
মরিলাম অবশেষে, হায়—হায়—হায়,
নীচ ক্রীতদাস-করে!
আহ্ হজরত্—ওরে বৎস মহম্মদ!
উহুঃ—পিতা!—পরম-ঈশ্বর!
মরি—আমি—লহ—গো—ত্রি—পদি—বে!

(মৃত্যু)

ওয়াফ্‌সা।—করিলাম কার্য্য গুরুতর;
পালিনু আদেশ শীঘ্র প্রভু-মহিষীর।
মুক্ত হ'ব ক্রীতদাস আমি,
এ উল্লাস ধরে না হৃদয়ে।

হেন্দা প্রভৃতির প্রবেশ।

ঠাকুরাণি! এই দেখ,—

প্রতিহিংসা ল'য়েছি তোমার ;
এই মৃতদেহ হাম্‌জার।

হেন্দা।—হাঃ হাঃ—হাঃ হাঃ—সত্য কি রে—
সত্য কি রে ম'রেছে পামর ?
সত্য কি প্রাণের প্রতিহিংসা
পরিপূর্ণ হ'য়েছে আমার ?
ওরে বৎস !
চক্ষে যে চাহিতে নারি আর—
আনন্দাশ্রু নয়নপল্লবে টলটলে।
হাঃ হাঃ—এই—এই যে পামর,
আহ্—আহ্—হৃদে আর ধরে না উল্লাস।
বক্ষরক্ত চিরিব এখনি,
চুমুকে অনল হৃদয়ের
এই দণ্ডে করিব নির্ব্বাণ।
(রক্ত শুষিয়া)—
দে রে অস্ত্র—দে রে মুক্তদাস,
বক্ষ ভেদি লইব হৃদয় পাপাত্মার ;
দশনে চর্ব্বণ করি'
হিংসানলে প্রদানি আহুতি।

(বক্ষ ভেদ করিয়া হৃদয় লইয়া চর্ব্বণ)

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !

(অট্টহাস্য)

কি মধুর—কি সুস্বাদু !
ওরে, ক্ষীর সর, সুমিষ্ট খর্জ্জুর

অতি তিক্ত এ খাদ্যের কাছে!
এখনি এ দেহ পিশাচের,
পিতা-ভ্রাতা-পুত্র-পিতৃব্যের
মৃত্যু-প্রতিশোধ তরে
খণ্ড খণ্ড করিয়া এখনি
পদাঘাতে ছড়া'য়ে ফেলিব
শোণিতাক্ত সমর-অঙ্গনে।
হাঃ হাঃ—হাঃ হাঃ!

(বিকট হাস্য ও দেহ খণ্ড খণ্ড করণ)

আঃ—এতক্ষণে ভগ্নীগণ,
প্রতিহিংসা-সাধ পূর্ণ মোর।

ওয়াফ্‌সা।—ঠাকুরাণি!
উত্তীর্ণ হইল সন্ধ্যাকাল—
অন্ধকারে মগ্নপ্রায় বিশ্ব চরাচর,
রণভূমি বিকট শ্মশান মত হেরি!
ওই দূরে শত্রুগণ
দলে দলে হ'য়ে একত্রিত,
অগ্নিরাশি জ্বেলেছে চৌদিকে!
ম্রিয়মাণ ইস্‌লাম সগণে;
অবশিষ্ট আহত সৈনিকদল সবে
নীরবে ফেলি'ছে অশ্রু ভাবে বোধ হয়।
চলুন শিবিরে এবে,
অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত সবে;

আজি রণে বিজয়ী খোরিশ।
চলুন সকলে মিলি'
আমোদের তুলি গে উচ্ছ্বাস;
বিজয়-সঙ্গীতে মাতি'
পূর্ণ প্রাণে হই গে বিহ্বল।

হেন্দা।—চল, বৎস!
আজি হ'তে মুক্ত হ'লে তুমি,
স্বাধীন—সম্মানে র'বে;
হাম্জা বিজয়ী তুমি বীর!
চল, ভগ্নি! চল সবে—
চল যাই প্রমত্ত শিবিরে।
প্রমোদের লহরী-লীলায়
নারীর লাবণ্যচ্ছটা মিলি'
বড় তৃপ্তি দিবে, বোন্,
সমগ্র খোরিশ-বংশধরে।
এমন সুখের দিন
সবাকার ভাগ্যে কভু আসে না কখন।
পাইয়াছি যদি, বোন্,
কেন তবে করি কালক্ষেপ?

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য—অহোদ পর্ব্বত গহ্বর।

মহম্মদ উপবিষ্ট।

মহম্মদ।—(স্বগত)—

কি ছার আঘাত মোর?
পরাজয়-শেলাঘাত
মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধি'ছে কেবল!
হায় হায়, কি হ'ল—কি হ'ল!—
কেহ নাই—একক এ দাস, পরমেশ!
কেবল পারশে বসি'
আশা-বাণী বলি'ছ মধুর, দেবদেব!
তাই প্রাণ আবার উচ্ছ্বাসে আলোকিত;
তাই প্রাণ বাঁধিনু আবার।
ও কি হেরি উপত্যকাময়?
উজ্জ্বল আলোকমালা-করে
দলে দলে ফিরি'ছে শিষ্যের দল এবে;
সন্ধান করি'ছে আমি কোথা।
ডাকিলেও পা'ব না উত্তর,
ক্ষীণ কণ্ঠ—কত উচ্চে ডাকি?
এ কি, কোথা রোদনের রোল?
কে আসে রমণী-মূর্ত্তি?
আহা, মরি, তনয়া আমার
ফতেমা আসি'ছে দ্রুত নারীগণ সহ।
ও রে বৎসে! এই দিকে আমি।

আলোককরে ফতেমা ও অন্যান্য
নারীগণের প্রবেশ।

ফতেমা।—আঃ—পিতঃ! দেখিনু জীবিত!
কর স্নেহ আলিঙ্গন—
গ্রীবা আঁকাড়িয়া ধরি' প্রীতি পাই প্রাণে।

(আলিঙ্গন ও ক্রন্দন)

মহম্মদ।—বড় তৃষা!—দাও মা, পানীয়;
ক্ষুধায় কাতর বড় প্রাণ!
ফতেমা।—পিত গো! শীতল বারি পিও প্রাণ ভরে।

(জলদান)

লহ এই এনেছি খর্জ্জুর।
মহম্মদ।—হায়, মাত, ওষ্ঠ ছিন্ন, দন্ত ভগ্ন মোর,
পারিব না চর্ব্বিতে খর্জ্জুর।
ফতেমা।—এই নিন্ হালুয়া কোমল।
মহম্মদ।—(হালুয়া ভক্ষণ)—
আহা, তৃপ্তি হ'ল প্রাণে।
ওরে বৎসে!
আজিকার দিন হ'তে প্রতি সম্বৎসরে
এই নিশি হ'বে উৎসবের,
"শবেবরাত" নামে হ'বে অভিহিত।

ফতেমা।—পিত গো! শিষ্যের দলে তব,
বংশীধ্বনি করি' হেথা আনাই এখনি।

(বংশীধ্বনি)

শিষ্যগণের প্রবেশ।

আলি।—গুরুদেব! জীবিত দেখিয়া আপনায়
মৃতপ্রাণ হইল জীবিত আমাদের।
সোফিয়ন প্রেরিয়াছে দূত।

মহম্মদ।—কই, দূত! কহ কি বারতা?

দূত।—আব্‌দুল্লা-তনয় মহম্মদ!
যদিও সমরে পরাজিত আজি তুমি,
তথাপি খোরিশগণ
এক বৎসরের তরে সন্ধি করিবারে
প্রেরেছেন আমারে হেথায়।
সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া,
আজি হৈতে হউন নিরস্ত রণ-আশে।

মহম্মদ।—ভাল, দূত!
কহ গিয়া সোফিয়নে তব,—
আজি হৈতে এক বর্ষ আর
বিনা আবাহনে অস্ত্র
না ধরিব শিষ্যগণ সহ।
আজি পরাজয় মোর অদৃষ্ট-লিখন!
কালেতে বলিও তা'য়,
প্রতিশোধ লইব ইহার বিধিমতে।

আরও বোলো—
ঈশ্বর-আদেশে দাস
যে নব-বিধান ল'য়ে এসেছে মরতে,
কালে ইহা ব্যাপিবে জগৎ।
কেহ শত্রু রহিবে না ইস্লাম ধর্ম্মের;
পবিত্র ঈশ্বর-নাম
উচ্চকণ্ঠে গাইবে উল্লাসে
স্থাবর জঙ্গম চরাচর।
এক দিন মাতিবে ব্রহ্মাণ্ড সুনিশ্চয়।

দূত।—যথা-আজ্ঞা, হইনু বিদায়।

[প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

সপ্তম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—মেদিনা—জুম্মামস্‌জিদ্‌।

মহম্মদ ও শিষ্যগণ উপস্থিত।

মহম্মদ।—অসংখ্য শিষ্যের মাঝে
সত্যধর্ম্ম-প্রচারক আছি দাঁড়াইয়া।
সামান্য ভিক্ষুকবেশে,
মক্কা হ'তে পলায়নাবধি
ঈশ্বরের কত কার্য্য করিনু সাধন;—

ধ্রুব সত্য করিনু প্রচার কত দূরে।
কিন্তু, হায়, কি কহিব
কিলহার-কাহিনী এখন—
জন্মভূমি—প্রচারের আদিক্ষেত্রখানি
সুপবিত্র মক্কা, হায়,
এখনও বিধর্ম্মি-করে র'য়েছে রক্ষিত!
এত দূরে হইল বিস্তৃত,—
গৃহ-পাশে না হৈল প্রচার!
হিজিরা অবধি
যত কার্য্য সাধিনু উৎসাহে,
সে তালিকা শুন পুনর্ব্বার।—
মৃদুতা ত্যজিয়ে, করে করি' করবাল,
অস্ত্রবলে করিতে সত্যের সুপ্রচার,
বেদার নদীর তটে—অহোদের তলে
মক্কাবাসী সনে রণে মাতিনু বিষম;
সন্ধিসূত্রে করিল বন্ধন সোফিয়ন;
পুন ভঙ্গ করিল
বৎসর না ফিরিতে ফিরিতে।
সলমান-পরামর্শে
পরিখা খনন করি' মেদিনা চৌদিকে
হটাইনু বিষম সাহসে!
যিহুদা-সাহায্যকারী কোরাইদাগণ
দলে দলে হৈল পরাজিত!
হারেতের অনুজ্ঞায়,

বেনীমোস্তালেক বংশ
ঘোষণা করিল রণ বিরুদ্ধে সত্যের ;
মুহূর্ত্তেকে হৈল পরাজিত !
সশিষ্য চলিনু তীর্থদর্শনে মক্কায় ;
পুন সন্ধি হইল তথায়।
চলিনু খাইবার রাজ্যে সসৈন্যে আবার
বিতাড়িত যিহুদিয়গণ সনে রণে।
বহু পরিশ্রম করি'
পরাজিনু পৌত্তলিকদলে।
দিলে বিষ রমণী জনেক ;
মাংস সনে উদরস্থ করি'
অবশিষ্ট ফেলিয়া দিনু তিক্ত আস্বাদনে ;
দৈববলে বাঁচিয়া রহিনু !
দেহে কিন্তু রহিল সে তীব্র কালকূট !
পরে পাঠাইনু বহু সেনাপতিগণে
ভিন্ন ভিন্ন দিকে
আনিতে স্ববশে—সত্য ধর্ম্মসংস্থাপনে।
পাঠাইনু পারস্য-অধিপ দম্ভী খসরু সদনে ;
হিরাক্লিস রোমান সম্রাট্ কাছে দূত ;
পাঠাইনু মিসর-অধিপে ;
বালক খসরু বিনা
সাদরে লইল সত্য মম অন্য সবে।
পরে পুন তীর্থ-যাত্রাচ্ছলে
পশিয়া মক্কায়—পেনু

মহাবীর খালেদে স্বধর্ম্মে একেবারে।
সিরিয়া-বিজয়ে, হায়,
হারাইনু জাফারে জিয়দে ;
জিয়দ জীবন-ধন
প্রথম অবধি ছিল পাছে পাছে মোর।
পরে, হায়, আছে ত স্মরণে সবাকার,
সামান্য বিবাদ করি'
মক্কাবাসী এত দিনে সন্ধিভঙ্গ কৈল।
আইল মিটা'তে সোফিয়ন,
ঘৃণায় না করিনু সাক্ষাৎ।
আজি তাই কহিতেছি,—
গুপ্তভাবে চল, ধনুর্দ্ধর,—
চল সবে মক্কা-অধিকারে।
মক্কা অধিকার বিনা
কার্য্য পূর্ণ হ'বে না কখনও।

আবুবেকার।—প্রস্তুত সকলে, গুরুদেব!
সৈন্যসংখ্যা অসংখ্য এখন।

ওমার।—সেনাপতিগণ
প্রত্যেকেই মহা-ধনুর্দ্ধর।
আজ্ঞা দিন, রণবেশে সাজি'
উৎসাহে হই গে অগ্রসর।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য—মায়ার আজাহ্‌রান-উপত্যকা—মহম্মদের শিবির।

মহম্মদ, আলি ও আবুবেকার উপস্থিত।

আল্‌আব্বাসের প্রবেশ।

আলআব্বাস।—কালি নিশি দ্বিতীয় প্রহরে
শ্বেত অশ্বতর ফাদা-পৃষ্ঠে চড়ি' আমি
যাইলাম অগ্রসরে
দেখিতে সম্মুখে সব নিরাপদ কি না।
কিছু দূর গিয়েছি যখন,
শুনিলাম অদূরে ঘোটক-পদ-ধ্বনি ;
জানিতে নিশ্চয়
ভেরী ধরি' ফুকারিনু তেজে।
আইল অমনি অগ্রগামী রক্ষিচয়
সাথে ল'য়ে বন্দী দুই জনা।
আঁধারে না পারিনু চিনিতে ;
আনিনু সকলে
ওমারের শিবির-সম্মুখে ;
দীপ্ত-অগ্নি-স্তূপালোকে
চিনিলাম আবুসোফিয়নে।
ওমার অমনি তুলি' করাল কৃপাণ
কাটিবারে হইল উদ্যত ;
মধ্যে পড়ি' বাঁচাইনু আমি ;

যথা-ইচ্ছা করুন বিচার।
শত্রু বটে সোফিয়ন,
কিন্তু তব সম্বন্ধে শ্বশুর,
হাবিবার প্রিয়তম পিতা।

মহম্মদ।—ধন্য গো পিতৃব্য, হৃদি তব!
ধন্য তব নিঃস্বার্থ সৌহার্দ্দ্য হেরি আজি!
আনিতে বলহ পৌত্তলিকে,
চিরশত্রু দেখি কি দশায়।

ওমারের সহিত বন্দী অবস্থায়
সোফিয়নের প্রবেশ।

ওমার।—বিনা রক্তপাতে, গুরুদেব!
চিরশত্রু বন্দী অবস্থায়!
আজ্ঞা দিন, উত্থিত কৃপাণ
পৌত্তলিক-বক্ষ-রক্ত ক'রে নিক্ পান।
শিরহীন মক্কা-অধিবাসী,
পদপ্রান্তে আসিয়া লুটা'বে।

মহম্মদ।—দম্ভী পৌত্তলিক সোফিয়ন!
বুঝিলে কি এত দিন পরে,
একেশ্বর ধ্রুব সত্য পুরুষপ্রধান?

সোফিয়ন।—বহু দিন হ'তে জ্ঞাত আছি,
পূর্ণ বিনা অংশ কেন র'বে?

মহম্মদ।—উত্তম; বলিলে ভাল।
এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি,

ঈশ্বর-প্রেরিত আমি,
এ কথা কি করিবে স্বীকার ?
সোফিয়ন।—হ'তে পার, মহম্মদ,
পিতামাতা অপেক্ষায় মোর
প্রিয়তর বংশ-গরিমায়।
কিন্তু, কি কহিব তোমা,
বলিতে ঈশ্বর-অবতার
এ হৃদয় হয় নি প্রস্তুত এখনও।
ওমার।—কি—কি ? কি বলিলি, পৌত্তলিক ?
এখনও সন্দেহ তোর,
এখনও অস্বীকার গুরুর সম্মুখে ?
অবিলম্বে কর্ রে স্বীকার,
নতুবা এখনি করবালে
ছিন্নশির লুটা'বি ভূতলে।
আল্‌আব্বাস।—সোফিয়ন! বিসর্জ্জন কর হে সন্দেহ ;
এ মহত্ত্ব সাজে আর কা'র ?
দেখিলে ত এত দিন ধ'রে,
অবনতি না হ'য়ে সত্যের,
ক্রমে ক্রমে অগ্নিকণা
অসংখ্য শিখায় দ্রুত হইল বিস্তৃত।
দৈববল বিনা
এ ব্যাপার ঘটা কি সম্ভব ?
সোফিয়ন।—(জনান্তিকে)—
আল্‌আব্বাস! মহাশয়!

প্রাণের সন্দেহ মোর—
প্রবল প্রতাপশালী হেরি' মহম্মদে,
এত মৃদু এত শান্ত ভাব হেরি' আজি,
সন্দেহ হ'তেছে ক্রমে লয়।
কিন্তু আমি' হায় হায়,
আবশ্যক বুঝি এবে,
পুর্ণভাবে করিতে প্রকাশ অগ্রসর—
অগ্রসর ঈশ্বর-প্রেরিত বলি'
মহম্মদে করিতে স্বীকার।
হজরত্ মহম্মদ!
প্রস্তর-কঠিন প্রাণ—ঘোর অবিশ্বাস
নোঙাইতে অতীব সহজে,
তরবারি বিনা আর কি আছে জগতে ?
মিনতি অপেক্ষা ভয়
তূর্ণ ফল করয়ে প্রসব ;
তাই আজি ঘটিল আমার ;
মহম্মদে চিনিলাম ঈশ্বর-প্রেরিত।
দৈববলে সত্য বলীয়ান্।

মহম্মদ।—কার্য্য সিদ্ধ, হে পিতঃ, প্রসাদ কর দান ;
নবধর্ম্মে হইল দীক্ষিত
প্রধান অরাতি অতি ঘোর পৌত্তলিক।
বিনা রক্তপাতে মক্কা আয়ত্তে আসিল।
অবিলম্বে কাবার-মন্দিরে
সত্যের পতাকা সুখে করিব উড্ডীন।

সোফিয়ন মহাভাগ ! সাধু তুমি এবে।
সাধুভাবে বিধাতার কার্য্য
কর এবে, অনুজ্ঞা আমার।
কহ গে মক্কার অধিবাসী জনগণে,
সহজে যে হ'বে, বশীভূত,
পুরস্কার পা'বে সে বহুল।
যে কেহ লইয়ে আত্ম-পরিজনগণ
আমাদের প্রবেশ-সময়ে
রহিবে হাকিম কিম্বা সোফিয়ন-গৃহে,
কিম্বা আসি' লইবে আশ্রয়
আবুরাইহা বীরবর সনে ;
কোন ক্ষতি হ'বে না কখন তাহাদের।

ওমার।—সোফিয়ন ! সখা তুমি এবে ;
ওই দ্যাখ চাহিয়ে সম্মুখে—
সেনাপতি খালেদ পিছনে
কত সৈন্য কাতারে কাতার
শিরে সত্যশিরস্ত্রাণ, ধর্ম্ম-বর্ম্ম গায়
দম্ভভরে দেখাই'ছে
ধীরে ধীরে সমর-কৌশল।

সোফিয়ন।—আল্‌আব্বাস্ !
ভ্রাতৃপুত্র তব হজরত্,
অসংখ্য সৈন্যের শিরে
পাইয়াছে মহান্ ক্ষমতা।
মহাশক্তি করায়ত্ত ওঁর।

সুশৃঙ্খল সমর-বাহিনী—
তেজঃপুঞ্জ অচল অটল সৈন্যঠাট।
কা'র সাধ্য দাঁড়ায় সম্মুখে ?
আব্বাস্।—দেখিলে ত সকলে এখন ?
যাও ফিরি' কহ গে মক্কার জনগণে ;
কহিও কখন যেন
ঈশ্বর-প্রেরিত সনে না করে সমর ;
পার্শ্বে যেন হয় সমবেত।
সোফিয়ন।—এখনি চলিনু আমি ;
সুসিদ্ধ সকলি হ'বে,
মোর কথা অভ্রান্ত তথায়।

[প্রস্থান।

মহম্মদ।—হে সৈনিক সেনাপতিগণ !
চল সবে প্রবেশি মক্কায়।
সাবধানে অতি সন্তর্পণে
ব্যূহ রচি চলহ এখনি।
সহজে কেহই যেন
অধিবাসিগণ প্রতি
নাহি করে অত্যাচার, ভাই !
জন্মভূমে চাহি না—চাহি না—
চাহি না কৃপাণ-বলে
নাশিতে বালক বৃদ্ধ যুবক যুবতী ;
করিবারে ভীষণ শ্মশান !
চাহি না রক্তের স্রোতে

ধৌত করি' পদতল করিতে প্রবেশ;
শান্তভাবে প্রবেশই সম্ভব।
হে আলি! পতাকাবাহী
অশ্বারোহিসনে তুমি
অগ্রে গিয়ে আল্‌সাফা পর্ব্বতে,
উচ্চ শৃঙ্গে কর গে প্রোথিত—
সত্যের নিশান—ধর্ম্মধ্বজ।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য—আল্‌সাফা পর্ব্বত।

মহম্মদ সিংহাসনে উপবিষ্ট।

চারিপার্শ্বে ধর্ম্মপতাকাহস্তে শিষ্যগণ।

মহম্মদ।—ধার্ম্মিকমণ্ডলী সবে,
শুনিলে ত ধর্ম্মের কাহিনী?
সত্যের বিজয়-বার্ত্তা গাও—সবে গাও—
গাও আজি একতানে—
গাও সবে বিদরি' বিমান।
স্বর্গ হ'তে পরম-পুরুষ
দীপ্ত আঁখি—চন্দ্রসূর্য্য মেলি'
প্রেমোল্লাসে দেখুন জনতা ধার্ম্মিকের।
সত্যের বিজয়-গীতে
প্রতিধ্বনি দিক্ দিগাঙ্গনা।

ব্রহ্মাণ্ড ছাপিয়া
উঠুক স্বর-লহরী—মহান্ সঙ্গীত।
মুক্তকণ্ঠে গাও, সাধুগণ!
লাইল্লা ইল্ আল্লা,
মহম্মদ রস্থলাল্লা।

সকলে।—লাইল্লা ইল্ আল্লা,
মহম্মদ রস্থলাল্লা।

সোফিয়ন।—হজরত্! এই বার
শপথ করিয়ে নব ধরম লইতে
একে একে মক্কাবাসী পুরুষ রমণী
তোমার সম্মুখ দিয়া
যাইবেক নিজ নিজ স্থানে।

মহম্মদ।—এই সঙ্গে করিব বিচার দোষ গুণ,
হে ওমার জিয়দতনয়!
এক পার্শ্বে বসি' তুমি
শপথ লইতে থাক।

ওমার।—গুরুদেব!
অপরাধী যে কেহ হইবে,
আজ্ঞা দিন—ধরিনু কৃপাণ,
শিরচ্ছেদ করিব এখনি অবিলম্বে।

মহম্মদ।—আজ্ঞামত করিও, ওমার!

(মক্কাবাসী নরনারীগণের একে একে মহম্মদের সম্মুখ দিয়া মস্তক অবনত করিয়া গমন)

মহম্মদ ।—ওহে নর ! এ কি তব ভাব ?
সভীতি মুদিতনেত্রে কম্পিত চরণে
আলু থালু চলিতেছ কেন ?
নাহি আমি ব্রহ্মাণ্ডবিজয়ী নরপতি ;
আমিও সবার মত
খোরিশ-রমণী-গর্ভে লভেছি জনম ;
স্থির পদে—সত্যের সাহসে,
নবধর্ম্ম অবলম্বি' করহ গমন ।

সকলে ।—কি নম্রতা—মহান্ প্রাণের !
প্রধানের উপযুক্ত বটে ।

ওমার ।—গুরুদেব ! দেখুন এ বার,
খোরিশপ্রধানগণ একে একে একে
ম্লানমুখে আসি'ছে এখন ।
প্রধান বিরোধী দম্ভী ওই প্রেতগুলা ;
দিন শাস্তি—দিই প্রতিফল !

মহম্মদ ।—হে সম্ভ্রান্ত খোরিশীয়গণ !
খেদাইয়া দিয়েছিলে মোরে
মক্কা হ'তে চিরকালতরে ।
সেই আমি মহম্মদ ;—
কি আশা করহ এবে আমার নিকটে ?

খো-প্রধান ।—হে করুণাসাগর স্ববংশ-চূড়ামণি !
ভ্রাতা তুমি শোণিত-সোসর ;
ক্ষমা চাই ; ক্ষমা কর, ভাই !
ঈশ্বরের পুত্র তুমি—সত্য অবতার—

তব ধর্ম্ম অভ্রান্ত স্বীকার করি মোরা।

মহম্মদ।—মার্জ্জনা করিনু তোমাদের ;
যাও সবে হইলে স্বাধীন।

ওমার।—এত ক্ষমা ?
ফুরা'ল যে প্রতিশোধ-সাধ ?

মহম্মদ।—ও কে ও রমণীগণ-মাঝে ?
হীন-বেশে লুকাইয়ে মুখ,
দীনা ক্ষীণা পাগলিনী মত ?
চিনেছি চিনেছি ওরে ;
পিশাচী রাক্ষসী ও যে,
রমণীতে পুরুষ-প্রকৃতি ;
ব্যাঘ্রিণীও লজ্জা পায় হেরে ওর লীলা।
ওই ত হাম্‌জা-বক্ষ করি' বিদারণ
চিবাইয়েছিল রক্তময় সে হৃদয়।
হা পাপিনি, লুকাই'ছ এবে ?
হা রে হেন্দা গরলরূপিণি,
তীক্ষ্ণদৃষ্টি চাহ এড়াইতে ?

হেন্দা।—(চরণে পতন ও কাতরস্বরে)—
রক্ষা কর—রক্ষা কর !
কাঙালিনী চরণে পতিতা।

মহম্মদ।—যাও, ক্ষমা করিনু তোমায় ;
মক্কার আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই
করুণার পাত্রী এবে মোর ;
সবারেই করিনু মার্জ্জনা ;

শান্তি চাই সমরাবসানে।
শিষ্যগণ !
এ নয় বিজয় সামরিক,
ধর্ম্মতেজে করিলাম জয় ;
ধার্ম্মিকের ক্ষমাই ভূষণ।
আহা—আহা !
চেয়ে দেখ মক্কা পানে
যত দূর চলে দৃষ্টি,
দেখ কি সুখের রাজধানী—
কি লাবণ্য-জড়িত ললিত এ নগর।
আহা, প্রিয় জন্মভূমি !
বড় ভালবাসি আমি তোরে।
তোর তরে কেঁদেছি কতই ;
স্ববংশীয় না খেদা'লে মোরে,
কোন কালে এ জীবনে,
ত্যজিয়া না যাইতাম তোয় ;
আরবের জলন্ত মুকুটমণি তুই।

মেদিনাবাসী।—বুঝি গুরু
আর না ত্যজেন জন্মভূমি।
মেদিনায় বুঝি আর
এ জীবনে না হ'বে কখন পদার্পণ !

মহম্মদ।—তা' নয়, মেদিনাবাসী ভাই !
বিপদে আশ্রয়দাতা মেদিনা আমার ;
প্রতিজ্ঞা ক'রেছি মনে মনে,

জীব যত কাল ভবে,
মেদিনায় মিলিয়ে সবার সনে সুখে
আত্মানন্দে কাটাইব, হায়,
মরিবও বক্ষে মেদিনার।
নতুবা অন্যথা হ'লে,
ঈশ্বর-প্রেরিত নামে মোর
অনন্ত কলঙ্ক-কালি রহিবে অঙ্কিত!

আবুবেকার।—সাধু ভাব ধন্য তব হৃদে!
তুমি দেব ধর্ম্ম-কল্পতরু;
সত্যচ্ছটা সর্ব্বাঙ্গে তোমার উছলিত।

মহম্মদ।—সত্যধর্ম্ম জাগিল জগতে—
পৌত্তলিক পলাইল দূরে!
স্বহস্তে ক'রেছি ভগ্ন
পুত্তলিকা রাশি রাশি,
কাবা-মন্দিরের ভিত্তি হ'তে
একেবারে ফেলেছি উপাড়ে,
চূর্ণ করি' চরণ-প্রহারে,
পবিত্র ঈশ্বর-তেজ
করিয়াছি আবির্ভাব সাধন সঙ্গীতে;
কাবা—সত্যধর্ম্মের মন্দির অদ্যাবধি।
হে সৈন্যসামন্তগণ!
দিগ্বিদিকে করহ গমন,
কোথাও না থাকে যেন চিহ্ন প্রতিমার;
নাকালা তেহামা রাজ্য

তাইফ প্রভৃতি ঘোর পৌত্তলিক ভূমি
তূর্ণ সবে আনহ স্ববশে ;
অপেক্ষা করিয়া হেথা কিছু দিন আর,
ধর্ম্মমূল করি' দৃঢ়তর
মেদিনায় ফিরিব আবার।
চল সবে, ফিরি গে নগরে,
নববিধানের ভেরী
বাজাইয়ে চলি রাজপথে।

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—মহম্মদের আবাস-স্থল।

সাদা, আয়েষা, হাফ্‌জা, হেন্দা, জৈনাব, রিহানা,
সোফিয়া, ওম্‌হাবিবা, মাইমুনা ইত্যাদি
পত্নীগণে পরিবেষ্টিত ফকিরবেশী
মহম্মদ উপবিষ্ট।

মহম্মদ।—হিজিরার পর
একাদশ বৎসরে আসিয়া উপনীত।
নবধর্ম্ম-অবলম্বী
হইয়াছে সমগ্র আরব ;
সাধিয়াছি পিতার আদেশ ;

জীর্ণ তনু ক্লান্ত পরিশ্রমে ;
বিশ্রামের প্রয়োজন এবে।
প্রাণের প্রেয়সীগণ !
নারীকুল-শিরোমণি তোমরা সবাই।
বিরক্ত হ'য়ো না
ফকিরের বেশ দেখি' মোর।
এই বেশ বড় ভালবাসি ;
প্রভু—পিতা পরমেশ
এই বেশ দিয়েছেন মোরে ;
সংসারের কোলাহল এড়ি'
এই বেশে নিষ্কাম-সাধনা
সাজে বৃদ্ধ বয়সে সবার।
ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব অভিমান
অনন্ত সে তেজোময় পুরুষের কাছে
জলবিম্ববৎ ক্ষণে উঠে পায় লয়।
পরিচ্ছদে মাণিক-মালায়
কালকূটময় হৃদি কে পারে লুকা'তে ?—
কে পারে লুকা'তে সেই
সুতীক্ষ্ণ নয়ন-পথে, সর্ব্বদৃষ্টিময় ?
জীর্ণ শীর্ণ হ'য়েছি এখন ;
খাইবারে জীবন্ত গরল
ছিল দেহে লুকা'য়ে গোপনে এত দিন,
নীরবে করিতেছিল ক্ষয়,

তা'রি শেষ উপস্থিত এবে।
কে জানে বাঁচিব কত দিন?
আয়েষা।—ও কি, নাথ! কি কথা কহেন?
নয়নের আলোক আপনি,
দেহের জীবনী আমাদের।
আমরা থাকিতে,
কি এমন আছে ব্যাধি,
ছিনা'য়ে কাড়িয়ে ল'বে তোমা হেন নিধি?
শুশ্রূষায় রাখিব শরীর।

ফতেমার প্রবেশ।

ফতেমা।—পিত গো! সমর-সাজে
সাজিয়া সমগ্র সৈন্য হৈল উপস্থিত।
বিদেশে—পরের রাজ্যে
স্ববশে—স্বধর্ম্মে সবে আনিবার তরে;
ধর্ম্মবীর সেনাপতিগণ
উৎসাহে করি'ছে হুহুঙ্কার।
প্রথমে সিরিয়া রাজ্য
জয় করা বাসনা হ'য়েছে আপনার।
মহম্মদ।—আহা, বৎসে! হইল স্মরণ।
বয়সে—বার্দ্ধক্যে রোগপ্রাবল্যে অস্থির,
সব কথা থাকে না স্মরণ;
ক্ষণে ক্ষণে আত্মহারা হই;
বিরূপ মস্তিষ্ক যেন ভাবে বোধ হয়।

আসি হে প্রেয়সীগণ,
সৈন্যগণে দিই গে বিদায়,
নাহি চিন্তা স্বদেশের আর,
সত্যের পতাকা হেথা
ধরম-পবনে উচ্চে হ'য়েছে উড্ডীন।
অন্ধকার গেছে আরবের।
পররাজ্য আনিয়ে স্ববশে,
ঈশ্বরের সরল—সহজগম্য পথ
ক্রমে ক্রমে—একে একে
করা চাই সুখে আবিষ্কার।
জীবনে অনেক কার্য্য সাধিয়া চলিনু;
মরণের পর,
স্বর্গ হ'তে দেখিব—ব্রহ্মাণ্ড সত্যময়;
সারবজনীন ধর্ম্ম হইবে মোস্‌লেম।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য—মেদিনানগর-তোরণ।
পার্শ্বে মহম্মদ ও শিষ্যগণ উপস্থিত।
তোরণমধ্য দিয়া সৈন্যগণের গমন।
সর্ব্বপশ্চাতে অশ্বারোহণে ওষামার প্রবেশ।

মহম্মদ।—সত্যের-মোহিনী-শক্তি
মুহূর্ত্তেকে পারে প্রলোভিতে,

বিধর্ম্মী কঠোর নরনারীর হৃদয় ।
অনুতাপ অশ্রুনীরে
শূন্যপ্রাণ পূর্ণ করে আপনা আপনি ;
মহাশক্তি বেড়ায় কৌতুকে,
জগতের সমগ্র ভূভাগে ।
এই যে শক্তির সারি,
ধর্ম্মতেজ বিহরে বিদ্যুৎ সম হেথা !
হৃদে জ্বালা সবাকার,
আত্মানন্দে উন্মাদ এখন ;
না চাহে নয়নে আর হেরিতে আঁধার ;
আলোকের তরে
উৎসর্গ ক'রেছে সবে দেহ মন প্রাণ ।
চাহে জ্যোতি বিথারিতে
ব্রহ্মাণ্ডের দিগ্‌দিগন্তরে ।
ধন্য রে ধার্ম্মিকদল,
ঈশ্বরের পুণ্য-সেনাপতি !
ধন্য প্রাণ ল'য়ে মর্ত্ত্যে
জন্মেছিলে তোমরা সবাই ।
হে অনন্ত-শক্তিময় পুরাণ পুরুষ !
স্বর্গ হ'তে দেখ গো উল্লাসে,
কি বিস্তৃত রাজ্য এবে তব !
দেখ কি অদ্ভুত তেজে
তব অংশে গঠিত হৃদয়
তেজোময় ক'রেছে জগৎ !

দেখ কি জ্বলন্ত অগ্নি
জ্বলিছে চৌদিকে এ ধরার !
যে কার্য্যের তরে
পাঠাইয়েছিলে মোরে, দেব !
সে কার্য্য ত হ'য়েছে সাধন।
শিশুকাল হ'তে
কত বাধা—কতই বিপত্তি অতিক্রমি'
অন্ধকারে আলোক ঢালিয়ে,
সংসার-সাগর-পারে
এত দিনে হৈনু উপস্থিত।
ওমার।—গুরুদেব ! দেখুন চাহিয়ে,
সম্মুখে অচল ঠাট
আছে তব আজ্ঞা অপেক্ষিয়া।
অনুমতি দিন সবে,
ক'রে দিন সেনাপতি স্থির।
মহম্মদ।—কেন ? কোথা ? ঈশ্বরের পায় ?
প্রেমনিধি আসি'ছেন যে রে
দিতে সবে প্রেম-আলিঙ্গন।
কোথা যা'বে ধাৰ্ম্মিকমণ্ডলী ?
ধৰ্ম্মময়—ওরে সত্যময়,
পূর্ণালোকে জড়িত জগৎ !
আবুবেকার।—হজরত্ ! উন্মনার মত
কি প্রলাপ কহি'ছেন আজি ?
সম্মুখে সৈন্যের ঠাট

অস্থির সিরিয়া আক্রমণে।
তব অনুজ্ঞায়, দেব,
প্রস্তুত সকলে সাধ্যমত।
বিদায়ের আশে
আগ্রহের নেত্রে সবে আছেন চাহিয়া।
খালেদ।—সেনাপতি-নির্ব্বাচন-কাল
আসি', গুরু, হৈল উপস্থিত।
সকলেই র'য়েছি সম্মুখে,
যাহারে অনুজ্ঞা হ'বে,
উৎসাহে ছুটিয়া যা'বে সেই।
মহম্মদ।—ওহো—সত্য বটে, শিষ্যগণ!
পাপরাজ্য র'য়েছে সিরিয়া,
ধর্ম্মরণে পরাস্ত করিয়া,
সত্যালোক করা চাই বিকীর্ণ তথায়।
হা রে শিষ্য প্রাণের সোসর তোরা সব,
কি আর কহিব আমি,
আত্মহারা—বিভোলের প্রায়
থাকি' থাকি' হই আজি কালি।
বহু ভাব পারি না ভাবিতে এক কালে,
পিতার বার্দ্ধক্যে ক্ষীণ প্রতিভা আমার;
সদা ভাবি প্রাণের ঈশ্বরে।
ভুলি' আত্মপরিজন, ভুলি' ত্রিভুবন,
একা যেন ভাবি রে নির্জ্জন;
নির্জ্জনে দাঁড়া'য়ে সাথী কেবল বিধাতা;

পূর্ণালোক নাচয়ে নয়নে।
আহা আহা, কি লাবণ্যলীলা!
একেশ্বর মাধুরী বিলান চারি ধারে!
তিনি আমি—আর কই—কেউ কোথা নাই।
আমি কহি মরতকাহিনী,
মৃদু হাসি ভাসে মুখে—শুনেন আগ্রহে
সত্যের প্রচার-কথা ওই।

আলি।—কি বিহ্বল ব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়ে!
গুরুদেব!

মহম্মদ।—(সচকিতে)—
কি কহি'ছ? ওহো—ঠিক্!
সৈন্যঠাট রণ-প্রতীক্ষায়?
বিলম্ব কিসের আর?
হও সবে রণে অগ্রসর।
পরাজিয়ে সিরিয়া-অধিপে,
সত্যধর্ম্ম বিলাও গে সকলে;
ঈশ্বরের প্রেমরাজ্য
কর গিয়ে বিস্তার তথায়।

ওমার।—এ বিপুল সৈন্য সঞ্চালনে
কে হইবে সেনাপতি, দেব?
ঈশ্বরের সাধু কার্য্য-ভার
কা'র ভাগ্যে নাচি'ছে, কাহারে দিবে, প্রভু?

মহম্মদ।—হে ওষামা নবীন যুবক!
লহ এ বিরাট-সৈন্য-ভার।

তব করে দিতেছি সাদরে
বৈজয়ন্তী-নিশান
সুপবিত্র বিভুর প্রসাদপূর্ণ এই।
(নিশান-প্রদানে উদ্যত)

ওষামা।—গুরুদেব! প্রাণের দেবতা!
গুরুভার কেন এ দুর্ব্বল করে মোর?
বয়স বিংশতি বর্ষ,
কি জানে সমর-নীতি দাস?
র'য়েছেন ঘেরিয়া চতুর্দ্দিক্‌
ধনুর্দ্ধর মহারথিগণ,
বিজ্ঞ বীর সামর্থ্যে প্রবীণ।
এঁরা উপস্থিতে,
কেন মোরে বিষম আদেশ?
দিন সেনাপতি-পদ
অন্য কোন মহাশূরে, প্রভু!
সহকারী হইয়ে তাঁহার,
ধর্ম্মরণে শিখিবে সমর-নীতি দাস।

মহম্মদ।—হা রে বৎস! পিতা তোর
জিয়দ প্রাণের সাথী মোর,
ওই সে সিরিয়া-বাসী সনে
ঘোর রণে হারা'য়েছে প্রাণ!
আজি তোরে প্রতিহিংসা লইতে তাহার
পাঠা'তেছি বিপুল বিশ্বাসে;
নিশ্চয় করিবি জয়;

জয়োন্মত্ত ফিরিবি আবার মেদিনায়।
লহ এ পতাকা—ধর,
ধাও রণে, করিনু কল্যাণ।

(পতাকাপ্রদান)

[সৈন্যসহ ওমামার প্রস্থান।

পুন রাজ্য বিস্তৃত হইবে এই বার।
উঃ হুঃ—এ কি? এ কি হ'ল?
ঘুরিল মস্তক, হায়,
শিরে যেন খেলি'ছে বিদ্যুৎ!
ধর ধর—দাঁড়া'তে যে পারি না রে আর!

(সকলের ক্রোড়ে ধারণ)

খোসে গেল—খোসে গেল!
গলিছে মস্তিষ্ক—টলটল!
উঃ—ওহোঃ—

(মূর্চ্ছা)

ওমার।—কি বিপদ আকস্মিক!
ক্ষীণ দেহ কাঁপি'ছে থর্থরে!
কি পীড়া দারুণ, হায়,
গুরুদেবে সহসা ঘেরিল!
চল ভাই—চল সবে,
চল দেহ করিয়ে বহন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য—মহম্মদের আবাস।

পীড়িত মহম্মদ; শয্যাপার্শ্বে ফতেমা।

ফতেমা।—আরে নিদ্রা! কেন না আসিস্ আজি তুই?
দে না চক্ষু নিমীলি' পিতার?
এ যে বড় ভয়ঙ্কর ভাব!
অচেতন—কম্পিত শরীর ঘন ঘন,
অস্থির চাহনি নেত্রে,
উন্মীলিত—দৃষ্টিহীন তবু।
কি যাতনা সহি'ছেন পিতা,
ভাবিতেও শিহরে শরীর,
দেখিতে নয়নে আসে নীর।
শুনিয়ে প্রলাপ—বিভীষিকা,
আতঙ্কে শিহরি ক্ষণে ক্ষণে!

মহম্মদ।—(প্রলাপ)—
জ্বলন্ত নরকে ওরে,
দেখিয়ে তোদের—প্রাণ কাঁদে যে কাতরে!
কি দারুণ সেতু আল্‌সেরাত্!
নরকের ঘোর অন্ধকারে
সেতু পার হইতে পড়িলি নিম্নমুখে—
নিম্নমুখে—আহা—ওই—
ওই—ওই জাহান্নমে ওরে!
জাহান্নম দেখ্ কি ভীষণ!
বিভীষিকা বিস্তারি বিকট ভয়ঙ্কর,

উত্তপ্ত কণ্টক-তরু সারি সারি সারি,
অজগর দীপ্ত শাখাচয়,
ফুলফল প্রেত-শির,
গিলিল রে!—ফের্ ফের্ ফের্,
নে রে সত্য—আঃ—উঃ—ও—মা!

(নিদ্রিত)

ফতেমা—ঘুমা'লেন বুঝি পিতা;
কিছু শান্তি পাইলেন প্রাণে।
জ্বলন্ত যাতনা, হায়,
কিসে—কি ঔষধে, হায়, হ'বে নিবারণ?

দাসের প্রবেশ।

দাস।—ঠাকুরাণি!
উত্তীর্ণ হইল দ্বিপ্রহর;
আহারের হৈল আয়োজন।
থাকি আমি রোগ-শয্যা-পাশে,
বিশ্রাম লভিতে কিছু ক্ষণ
খাদ্য-গৃহে করুন গমন;
অপেক্ষায় র'য়েছেন প্রভু।
ফতেমা।—নিদ্রিত জনক, ওরে দাস!
নিঃশব্দে রহিও এই ধারে।
আসিতেছি মুহূর্ত্ত ভিতরে।

[ফতেমার প্রস্থান।

দাস।—এ কি অমানুষী ব্যাধি!
অসহ্য সামান্য কোলাহল!
নাহি সয় পদশব্দ;
চাহি গৃহ নির্জ্জন—নীরব।

মহম্মদ।—(নিদ্রাভঙ্গে অজ্ঞান অবস্থায় শয্যার উপরি উঠিয়া বসিয়া)—
কি কাতর করুণ ক্রন্দন!
চকিতে চমকি' চাহি চারি ধার পানে!
এ কি দেখি, আহা মরি,
সাধারণ সমাধি-ক্ষেত্রের মধ্য হ'তে
মৃতগণ ডাকি'ছে কাতরে;
কাঁদি'ছে—ফেলি'ছে অশ্রু-অনুতাপ-নীর;
সাধি'ছে চর'ণে ধরি, মোর,
সাধনা করিতে ঈশ্বরের
পাপনাশ তরে তাহাদের।
কে আছিস্ আয় মোর সাথে।
যাইব—ধাইব দ্রুত,
নীরব—নির্জ্জন ঘোর অন্ধকারময়
রাজপথ বাহিরে এখনি,
প্রকাশ্য সমাধিক্ষেত্রমাঝে।

[অজ্ঞান অবস্থায় শয্যা হইতে নামিয়া প্রস্থান।

[তৎ পশ্চাতে দাসের প্রস্থান।

[পটপরিবর্ত্তন—সমাধিক্ষেত্র]

মহম্মদের প্রবেশ।

মহম্মদ।—অস্ফুট রোদন-ধ্বনি
হৃদয়-তন্ত্রীতে মোর করি'ছে আঘাত।
অবরোধে কবরাভ্যন্তরে
কাঁদি'ছে অসংখ্য আত্মা—অবিশ্বাসিগণ ;
চিনে নাই জীবনে যাহারা,
কালদূত মঙ্কার নাকির
চিনাই'ছে মরণের পর তাহাদের।
বুঝিছে এখন—
একেশ্বর মহম্মদ প্রেরিত তাঁহার।
তাই উচ্চে কাঁদি'ছে এখন—
কাঁদি'ছে—ডাকি'ছে মোরে
প্রার্থনা করিতে পরমেশে।
পুনরুত্থানের তরে,
চাহে সবে থাকিতে কবরে—
ঘুমাইতে শান্তির শয়নে।
বীরজাফ্ কাল
কাটাইতে কোলাহল এড়ি',
দিব, রে মৃতের কুল, আর চিন্তা নাই।
রে কবর-অধিবাসিগণ !
উল্লাসের তোলহ লহরী আজি হ'তে ;
ঘুমন্ত মরত-জীব

উঠিবেক প্রাতঃকালে
সহিবারে সংসার-ঝটিকা।
ভাঙিবে তোদের নিদ্রা যবে
পাইবি রে প্রাতঃকাল চিরশান্তিময় ;
জীবন্ত জীবের চেয়ে,
শতগুণে শ্রেষ্ঠ তোরা সব।
ভীষণ অর্ণব-পারে ঈশ্বর-প্রসাদে
গিয়েছিস্ তরঙ্গে ঠেলিয়া ;
সাঁতারিয়া হ'য়েছিস্ পার।
ও কে ও আঁধার ভেদি' আসে
দীপ্ত পক্ষ সঞ্চালি' সঘনে ?
বুঝেছি—চিনেছি, দূত,
গেব্রিয়েল—অভ্যাগত দেব।

(গেব্রিয়েলের অবতরণ)

গেব্রিয়েল।—মহাভাগ! কত কাল আর—
কত কাল রহিবে জগতে ?
জীবলীলা সাঙ্গ যে হইল এত দিনে।
চাহেন হেরিতে পরমেশ,
জ্যোতির্ম্ময় পাইতে তোমায়।
মহম্মদ।—যথা রুচি, সাধিব সন্তোষে ;
বুঝিয়াছি—প্রয়াণের কাল সমাগত।
চাহিয়ে শূন্যের পানে
দেখি যেন চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রনিকর

থাকি' থাকি' ডাকেন আমায়।
স্বপনে নিদ্রার ঘোরে
দেখি পূর্ণ-পরমেশে দাঁড়া'য়ে শিয়রে;
মৃদু মৃদু সম্বোধনে,
সপ্তস্বর্গে বলেন চলিতে।
মায়া মোহ জগতের
কাটা'তেছি একে একে, দেব!
আত্মার মিলন-দৃশ্য
পুলকে দেখিতে পাই যেন।
যেন আমি জগত-সম্মুখে
আত্মহারা—উন্মাদের মত!
ভাবে সবে বার্দ্ধক্যে আমার
হিতাহিত পূর্ণজ্ঞান
করিয়াছে ক্রমে পলায়ন।
যা'ব, দেব! র'ব না জগতে,
সাধিয়াছি কার্য্য মনোমত।

গেব্রিয়েল।—মহাভাগ—সাধু অবতার!
মরণ-মুহূর্ত্ত তবে ক'রে দিন স্থির।
অনুমতি হ'য়েছে আল্লার,
তব আজ্ঞা ব্যতিরেকে
কালদূত সাথে আমাদের
পারিবে না সম্মুখে আসিতে আপনার।

মহম্মদ।—সময়ে সংবাদ দিব, দেব!
কহিবেন পরম পিতায়—

প্রাণ উচাটন বড় হেরিতে চরণ ;
প্রণমিব যত শীঘ্র পারি।

[গেব্রিয়েলের প্রস্থান।

মৃত্যু—মৃত্যু বড় আনন্দের,
ছাড়িয়ে প্রবাস যা'ব আপন আবাসে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য—জুম্মা মস্‌জিদ।

শূন্য-বেদীর চতুষ্পার্শ্বে শিষ্যগণ যথাস্থানে উপবিষ্ট ; মহাজারিন্ ও আন্‌সারিয়ান্‌গণে গৃহ পরিপূর্ণ।

মহাজারিন্‌গণ।—এ বিলম্ব কিসের কারণ ?
কেন প্রভু না আসেন,
কিছুই ত পারি না বুঝিতে ?

আন্‌সারিয়ান্‌গণ।—তাই ত ? ব্যাপার কি প্রকার ?
অতীত নির্দ্দিষ্ট কাল এবে ;
সমগ্র শিষ্যের সারি
ম্লান-মুখে আঁখি নত করি'
নির্ব্বাক্, এ কি প্রকার ভাব ?
সব যেন কেমন কেমন কয় দিন ?
কি যেন কি হ'তেছে গোপন ;
এ রহস্য কে পারে ভেদিতে ?

(আবুবেকারের প্রবেশ ও বেদীতে উপবেশন)

মহাজারিনৃগণ।—এ কি ?—এ কি ?—এ কি অসঙ্গত ?
শিষ্য কেন প্রভুর আসনে ?

আবুবেকার।—হে ধার্ম্মিকমণ্ডলী ! শুনহ একমনে,—
পীড়িত আছেন গুরুদেব ;
শয্যাশায়ী অপারগ উঠিতে হাঁটিতে।
কহিলেন মোরে নিরখিয়া—
দিয়াছেন অনুমতি প্রভু পরমেশ,
যা'রে ইচ্ছা তাহারে অর্পিতে নিজ পদ।
আসিলাম আদেশে গুরুর,
সাধিবারে প্রার্থনা প্রভুর।
উপাসনা করিতে একত্রে একতানে।

সকলে।—অসম্ভব—অসম্ভব !
ঈশ্বর-প্রেরিত গুরু থাকিতে জীবন,
অকর্ম্মণ্য না হ'বেন কভু।
বল আবুবেকার, সত্বর,—
সত্য করি' বল অতঃপর,
কালপূর্ণ হ'য়েছে গুরুর বুঝি, হায় ?
নাই বুঝি জগতে জীবন ?
পাইব না দেখিতে এ জন্মে বুঝি আর
পূর্ণ-প্রেমময় মুখ তাঁ'র ?
বল শীঘ্র, কাঁদি' একতানে,
ত্রিভুবন ফেলি বিদারিয়া !

আবুবেকার।—জীবিত—জীবিত প্রভু;
যাও, আলি, দাও গে সংবাদ।
[আলি ও আব্বাসের প্রস্থান।
এখনি দেখিতে পা'বে;
এখনি শুনিতে পা'বে মধুর বচন;
ভাবিও না—কাঁদিও না কেহ।
আসিয়া আশ্বাসি' সবে
হজরত্ দিবেন প্রসাদ।
প্রেম-আবাহনে
সাধ্য কি নিশ্চিন্ত-ভাবে থাকিবেন প্রভু।
লক্ষ বাধা করি' উল্লঙ্ঘন,
পীড়া, ক্লেশ, দৌর্ব্বল্যে করিয়ে বিসর্জ্জন,
এখনি হ'বেন উপস্থিত।

আলি ও আব্বাসের স্কন্ধে ভর দিয়া
মহম্মদের প্রবেশ।

সকলে।—এই যে—এই যে গুরুদেব।
মিটিল উৎকণ্ঠা হৃদয়ের;
পিয়াসা ফুরা'ল নয়নের।
হেরিয়ে ও শুষ্ক মুখ
জ্যোতির্ম্ময় ভাবিতেছি চিতে।
ব'স, প্রভু, আপন আসনে,
তৃপ্তপ্রাণ হোক্ উচ্ছ্বসিত।
মহম্মদ।—বড় ক্লান্ত, হে সাধুমণ্ডলী,

কিছু ক্ষণ দাও মোরে করিতে বিশ্রাম।
হে বেকার—সমতুল্য মোর!
দানধর্ম্ম-কথা কহি'
উপদেশ দেহ রে সকলে।

বেকার।—হে শ্রোতা সজ্জনগণ!
মন দিয়া শুন সে কাহিনী পুরাতন।
সৃষ্ট হ'য়ে বসুন্ধরা লাগিল কাঁপিতে;
দেখিয়ে ঈশ্বর প্রাণারাম
দিলেন পর্ব্বত-কুলে উপরে চাপা'য়ে;
স্থির দৃঢ় দাঁড়া'ল জগৎ।
জিজ্ঞাসিলা দেবদূতগণ,—
"পরমেশ! সৃষ্টির ভিতর
আছে কি পর্ব্বতাপেক্ষা কিছু দৃঢ়তর?"
উত্তরিলা পরম-পুরুষ,—
"লৌহে চূর্ণ করয়ে পর্ব্বত।"
জিজ্ঞাসিলা পুন দূতদলে,—
"লৌহাপেক্ষা কি আছে কঠিন বল, দেব?
হাসিয়া কহিলা দেবদেব,—
"অগ্নিই কঠিন দৃঢ়তর,
লৌহে গলাইয়া করে সলিল-তরল।"
পুন দূত কহিলা আগ্রহে,—
"অগ্নির অপেক্ষা আর কি বা দৃঢ়তর?"
"সলিল নির্ব্বাণ করে তা'র।"
"তবে কি সলিলই দৃঢ়তম?"

"তা' নয়, পবন বেগে
সলিলে উছলি' ফেলে দূরে।"
বিস্ময়ে কহিল দূতদল,—
"কে দৃঢ় পবনাপেক্ষা, প্রভু ?"
কহিলেন ঈশ্বর হাসিয়া,—
"সাধু-নর-দান-কর্ম্ম, দূত !
বাম কর অগোচরে
লুকা'য়ে দক্ষিণ করে
যে ধার্ম্মিক-কল্পতরু সদা দান করে,
সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় সেই জগত-ভিতরে।"
হে ধার্ম্মিক সুধী বিজ্ঞদল !
সারবজনীন দয়া ঈশ্বরাভিপ্রেত ;
প্রতি সৎ কর্ম্মই দানের অনুরূপ।
ভাই ভাই হাসি-মুখ,
পরে সত্যধর্ম্মে আনয়ন,
পথভ্রান্তে পথপ্রদর্শন,
অতুর-বধির-অন্ধে সাহায্যপ্রদান,
ক্ষুধিতে আহার দান, তৃষিতে পানীয়,
সকলি দানের কার্য্য, ভাই !
এ জগতে জগত-জনের উপকার
পরকালে থাকয়ে সঞ্চিত।
মৃত্যুকালে পড়শী জিজ্ঞাসে—
কি সম্পত্তি রাখিয়া চলিল ?
কিন্তু, ভাই, কবর ভিতরে

আত্মায় জিজ্ঞাসে দেবদূত—
কি সুকার্য্য ক'রেছ প্রেরণ পরলোকে ?
সদা সৎকর্ম্ম কর সবে,
করিও না মন্দ ব্যবহার কা'রো সনে ;
চাহিও না ঘৃণার নয়নে।
দম্ভে পদ-বিক্ষেপণ
করিও না গাত্রে বসুধার।
আত্মম্ভরী—দুর্ম্মুখের পানে
চাহেন না কৃপানেত্রে পরম-পুরুষ।
প্রেম ভক্তি কর হে পিতায়,
ভালবাসা পাইবে পশ্চাতে।

সকলে।—লইলাম শিরে ধরি
পবিত্র কোরাণ-কথা—আজ্ঞা বিধাতার।
বলিতেছি একতানে,
লাইল্লা ইল্ আল্লা ;
মহম্মদ রসূলাল্লা।

মহম্মদ।—সত্য ধর্ম্ম অবলম্বি', সাধু বিজ্ঞ বীর !
তোমাদের মধ্যে
চিত্তে কারও থাকে যদি ঈশ্বরে সন্দেহ,
কহ আজি প্রকাশিয়া ;
কর অনুতাপ-অশ্রুপাত,
সাধি আমি ক্ষমা ঈশ্বরের।

এক জন।—মহাত্মন্—প্রধান-পুরুষ !
মূর্খ আমি মিথ্যাবাদী,

ধর্ম্মভাব-ধারণায় নাহি মোর বল ;
ভাণ-ধর্ম্মে ধার্ম্মিক এ দাস।
ওমার।—দূর্ হ—দূর্ হ, পাপী!
দূর্ হ এ ধর্ম্মপীঠ হ'তে।
লুকান প্রাণের কথা
কে তোরে ক'হিছে প্রকাশিতে ?
মহম্মদ।—হে ওমার! ও কি কথা কহ ?
পরলোকে মজিবার চেয়ে,
ক্ষীণতা প্রকাশ ভাল ইহলোকে আগে।
হে ঈশ্বর! কর দৃঢ় এ দুঃখীর হৃদি,
স্থাপহ বিশ্বাস—প্রেম,
ক্ষীণতার হস্ত হ'তে কর পরিত্রাণ।
বল হে ধার্ম্মিকদল,
কাহারেও কভু যদি থাকি আঘাতিয়া।
দিনু পৃষ্ঠ পাতিয়ে আমার,
প্রতিশোধ লহ বিধিমতে।
ক'রে থাকি গ্লানি যাদি কা'রও,
কর মোরে ভৎর্সনা প্রচুর।
ক'রে থাকি ঋণ কা'রো কাছে,
লহ আজি—করিও না লাজ।
এক জন।—মহাত্মন্! তব আজ্ঞামত
চাহিতেছি তিন রৌপ্য মুদ্রা ;
দিয়েছিনু ঋণ আপনায়।
মহম্মদ।—আলি—ভাই!

উত্তমর্ণে দেহ চতুর্গুণ।
অনন্ত শাস্তির অপেক্ষায়
ইহলোকে অতীব সহজ প্রতিশোধ।
হে মহাজারিনৃগণ!
চিরমান্য রক্ষা ক'রো আনৃসারিনৃগণে;
বিশ্বাসী—নূতন ধর্ম্মী হইবে বহুল,
বিপদে সাহায্যকারী পাইবে না আর।
শেষ কথা শুন, শিষ্যদল!
শুনিলাম—শুনি' জনরবে মৃত্যু মোর,
ব্যথিত ব্যাকুলচিত্ত হ'য়েছে সবার।
কিন্তু বল দেখি মোরে,
মম পূর্ব্ব-প্রেরিত পুরুষ কেহ কভু
অমর হইয়ে
আছে কি জগতে চিরকাল?
সবাই ত ক'রেছে প্রয়াণ!
তবে কেন—তবে কেন সবে,
ত্যজিতে হ'বে না মোরে ভাবিতেছ মনে?
সকলি ইচ্ছায় তাঁ'র;
নিরূপিত লীলাসাঙ্গ-কাল
আছয়ে সবারি, ভাই, অদৃষ্টে লিখিত।
ফিরিব নিশ্চয় তাঁ'র কাছে,
পাঠায়েছিলেন যিনি মোরে
অন্ধকার ঘুচা'তে পৃথ্বীর!
শেষ আজ্ঞা শুন মোর সবে—

একতা-বন্ধনে বাঁধা থেক' চিরকাল ;
প্রত্যেকে প্রত্যেকে
ভালবেসো প্রাণ-বিনিময়ে।
বিপুল বিশ্বাসে, প্রেমে, সাধু কর্ম্মচয়ে
প্রত্যেকে নাচা'য়ো সদা হৃদি প্রত্যেকের।
হইবে প্রধান ইথে—
নতুবা নীচত্বে ক্রমে হ'বে পরিণত।
যেতেছি পূরবে আমি,
অগ্রগামী আমি তোমাদের।
মৃত্যু আছে অপেক্ষায় ভাই সবাকার ;
আমিও সবার এক জন ;
নরদেহ—নরের সকলি হ'বে মোর।
অমর দেখিতে মোরে
আর কেহ ক'রো না বাসনা।
এ জীবন ছিল উপকারে তোমাদের,
মরণেও তা'ই র'ব, ভাই,
আঃ—ক্লান্ত হ'লেম—ঈশ্বর !
ধর, আলি, কম্পিত শরীর।
শেষ কথা চলিনু কহিয়া ;
শেষ দেখা সবাকার সনে।

[আলি ও আব্বাসের স্কন্ধে ভর দিয়া প্রস্থান।

সকলে।—হায়—হায়, হারা'নু—হারা'নু শিরোমণি !
অন্ধকার জগত-সংসার !

কাঁদি আয়—কাঁদি, ভাই, উচ্চ-কণ্ঠ তুলি’!
শক্তিহারা হইতে ব’সেছি!

[সকলের ক্রন্দন-কোলাহল ও প্রস্থান।

[পটপরিবর্ত্তন—আয়েষার গৃহ]

মহম্মদ রোগ-শয্যায় শয়িত; এক পার্শ্বে শিষ্য-
গণ ম্লানমুখে দণ্ডায়মান; আয়েষা
পদতলে উপবিষ্ট।

আয়েষা।—অচৈতন্য অজ্ঞান এখনও;
ধীরি ধীরি নাচি’ছে হৃদয় শুধু দেখি;
মৃদু মৃদু বহি’ছে নিশ্বাস!
এ যে বড় সর্ব্বনেশে ভাব!
পোহাইতে যায় রাত্তি,
নিদ্রা হ’লে যেত’ যে ভাঙিয়া।
এ কি ভাব, কহ গো তোমরা?
আলি।—ভগিনি! কি ক’ব আর মোরা?
সকলি ত দেখিতেছ তুমি?
বিষাদ-ব্যথিত চিত
শিহরি’ছে সতত সবার;
আঁখি ফেটে বাহিরি’ছে নীর!

আয়েষা।—এই যে নড়িল দেহ,
বুঝি মূর্চ্ছা ভাঙিল প্রভুর ?
(মহম্মদের উত্থান ও উপবেশন)

মহম্মদ।—এ কি হেরি, শিষ্যকুল,
ম্লানমুখে কেন দাঁড়াইয়া ?
কি বিপদ আকস্মিক হ'য়েছে ঘটন ?
আলি।—বিপদের বাকী কি, প্রাণেশ ?
যে আশ্রয়-তরুতলে দরিদ্র আমরা
উচ্চশিরে আছি দাঁড়াইয়া ;
দিগন্তপ্রসারি-শাখে
সুশীতল ছায়া বিথারিয়া,
যে প্রকাণ্ড তরু, গুরুদেব,
প্রাণের শরণস্থল—আত্মার মঙ্গল,
সে তরু শুকায় ক্রমে অদৃষ্টে মোদের !
তথাপি জিজ্ঞাসা কর—
কাঁদিবার কি আছে কারণ ?
ফুরাই'ছে আশার উচ্ছ্বাস,
নিবিতেছে জীবনের দীপ ;
আরও কি বিপদ্ চাহ, প্রভু !
অকূলে অনাথ করি'
ভাসাইয়ে দিয়ে শিষ্যকুলে
মালিন্যের জিজ্ঞাস কারণ ?
কৃপাণে বিদারি' বুক,

রক্তধারা দেখিয়া শিহর ?
হায়, দেব, ভবিষ্যৎ ভাবি'
হৃদি-তন্ত্রী বাজি'ছে করুণে।
কর গো করুণাময়, এ দুঃখে নিস্তার !

মহম্মদ।—হা—হা রে নির্ব্বোধ !
রজ্জু হেরি' কালসর্প ভ্রম ?
কি চিহ্ন দেখি'ছ দেহে
আসন্ন মৃত্যুর ?
শান্তিতে নিদ্রার ক্রোড়ে
গভীর সুষুপ্ত থেকে পেয়েছি বিরাম;
ব্যাধিমুক্ত হ'য়েছি এখন।
দিব্যজ্ঞান আসি' পুন
শান্ত হৃদে ল'য়েছে আশ্রয়।
নিবেছে বিষের তীব্র তেজ;
পরিষ্কার হ'য়েছে শরীর;
ভীষণ আঁধার হ'তে যেন
সূর্য্যালোকে আসি' উপস্থিত।
পাইলাম আজি যেন
পুনরায় নবীন জীবন
নবস্ফূর্ত্তি কত দিন পরে
পুনরায় পেলেম শরীরে।
উন্নত জীবন এবে
উন্নতির পরাকাষ্ঠা লভিবে, রে ভাই !

আয়েষা।—আঃ—শান্তি পেলেম হৃদয়ে;

প্রভু হে, হেরিয়ে জ্যোতি
পবিত্র বিমল মুখে তব ।
এলো আলো আশার মন্দিরে
ব্যাধিমুক্ত হেরিয়ে, প্রাণেশ !
আহা, নাথ ! শিষ্যকুল তব
সারা নিশি জাগিয়ে হেথায়
নীরবে দাঁড়া'য়ে আছে সবে ।

মহম্মদ ।—আহা—আহা, সাধু শিষ্যকুল !
প্রাণের পিরীতি দিয়ে
সদা করি কল্যাণ-কামনা ;
যাও সবে কর গে বিশ্রাম ।

আবুবেকার ।—বিশ্রাম ভুলিয়েছিনু, দেব !
প্রাণে শান্তি ছিল না ক' দিন ।
অকূল পাথারে পড়ি'
তৃণটিও পাই নি ধরিতে ।

মহম্মদ ।—যাও সবে, কর গে বিশ্রাম ;
ভয় নাই—র'ব তোমাদেরি ।

ওমার ।—দেশ-শুদ্ধ অস্থির সকলে, গুরুদেব !
শুনিয়ে বিপদ-বার্ত্তা
কা'রও প্রাণ নাহি প্রাণে আর ।
কহিলে এ সুসংবাদ,
তৃপ্ত প্রাণে ফিরিবে সবাই ;
উঠিবে আনন্দ-কোলাহল ;
মেদিনা মাতিবে মহোৎসবে ।

মহম্মদ।—অগ্রে সবে লভ গে বিশ্রাম,
পরে দিও সুসংবাদ।

[উৎফুল্ল হইয়া শিষ্যগণের প্রস্থান।

মহম্মদ।—হে আয়েষা—প্রাণের প্রেয়সি!
প্রস্তুত হইয়া রহ,
উচ্চপথে যাইবে জীবন অতঃপর।
আয়েষা।—কি কথা কহি'ছ, নাথ!
উপহাস করিতেছ বুঝি?
মহম্মদ।—হাঃ—আয়েষা! এখনও বালিকা?
জান না কি মৃত্যুর প্রাক্কাল?
মরণের ক্ষণপূর্ব্বে
শোন নি কি আসে দিব্যজ্ঞান?
সর্ব্বব্যাধি মুক্ত হয় দেহ?
এ অবস্থা দেখি'ছ আমার—
মৃত্যুকাল অতি সন্নিকট।
এখনি দ্বিগুণ বেগে
ফিরিবেক ব্যাধি ভয়ঙ্কর;
শিরঃপীড়া বাড়িবে কঠোর।
খাইবার-রমণী-দত্ত বিষ
নিজ গুণ করিবে প্রকাশ এই বার।
আয়েষা।—সে কি, নাথ! সে কি সর্ব্বনাশ!
বিভীষিকা—কি কহ ভীষণ কথা, দেব!
আশায় বাঁধিয়ে বুক,

কত মত করিতেছি সুখের কল্পনা ;
সব যে ভাঙিয়ে দাও, নাথ !
প্রাণ যে কাঁদিয়ে ওঠে—শিহরে শরীর !
আত্মহারা অজ্ঞানের প্রায় !
এ কি ?—এ কি ?—এ কি হেরি ?
বিবর্ণ এ কি হেরি বদন ?
চক্ষু কেন লোহিত-কিরণে জ্যোতিঃহীন ?
দেহ কেন কাঁপে গো আবার ?
প্রাণেশ্বর ! কথা কও,
কেন এ ভ্রূকুটি ভয়ঙ্কর ?

মহম্মদ।—আঃ—শির গেল রে খসিয়ে !
ধর—ধর, আঃ—প্রিয়ে !
শূন্য হ'ল দেহের ভিতর !
শ্বাস-বায়ু পড়ি'ছে চাপিয়া !
জগদীশ !—জগদীশ !
মরণে কি পাইব যন্ত্রণা ?
প্রেরিত তোমারই দাস—
তব কার্য্য তরেই জনম।
কি দেব ! কি কথা শুনি—আহ্ !
তাই হোক্, বল গো মধুর—
বল দেব, কর আজ্ঞা সবে—
তা'ই হোক্, আছি গো প্রস্তুত।
তা'ই হোক্, সপ্তম-স্বরগে—
তব পদতলে, দেব !

র'ব সাধু সাথে, আত্মারাম!
প্রেরিত আদম, নোয়া,
আব্রাহাম, মুসা, যিশু
বিরাজিব এক সিংহাসনে!
তা'ই হোক, দাও গো পাঠ'য়ে!
প্রবাস—পৃথিবীলীলা
সাঙ্গ আমি ক'রেছি, প্রাণেশ!
আত্মা বড় হ'য়েছে কাতর;
চাহি না—চাহি না আর—
ল'য়ে চল, তাই হোক্,
দাও, দেব, পাঠা'য়ে সত্বর।

আয়েষা।—এ কি কথা, প্রাণেশ্বর!
চাও অভাগীর পানে,
কথা কও— কথা কও, দেব!
এই যে মধুর বাণী শুনিতেছিলাম,
ওগো কেন হইলে নীরব?
ওগো এ কি হ'ল সৰ্ব্বনাশ!
নীরব—নিথর দেহ,
বিদরে হৃদয় হেরে ভাব!
ওগো কাঁদিতেও পারি না যে—
ডাক্ ছেড়ে কাঁদিলে এখন,
ফিরা'য়ে আনিব প্রাণনাথে!

মহম্মদ।—পরমেশ!—পিতা পরমেশ!
আঃ, ওই ফুটে গেল ব্যোম?

স্বর্গীয় জ্যোতির ছটা
রাশি রাশি ঝরিতে লাগিল !
আহা, শোভা মরি কি সুন্দর,—
কি লাবণ্য উথলে হোথায় !
ইজ্‌রাফিল্ আগে আগে,
পশ্চাতে প্রধান চারি দূত—
গেব্রিল, মাইকেল, আজ্রায়েল্ !
তৎপরে পরীর দল
শিরে ধরি' রত্ন-সিংহাসন,
জ্যোতির্ম্ময় পক্ষ বিথারিয়া,
ক্রমে ক্রমে নামি'ছে ধরায়।
বুঝেছি—বুঝেছি, দেব,
প্রেরণ ক'রেছ সবে
লইবারে দাসে তব পাশে।
রত্নাসনে বসিয়ে উল্লাসে,
ত্রিভুবন দেখিতে দেখিতে,
আকাঙ্ক্ষা মিটা'ব, প্রাণনাথ !
সবাই রহিবে প'ড়ে
তব কার্য্য করিতে বিস্তৃত।
লহ মোরে, অভ্যাগত সবে !
কি সৌগন্ধে পূরিল ভূতল !
ধর—ধর, তোল সিংহাসনে,
রাজরাজেশ্বর-পাশে
ল'য়ে চল—চলহ, গেব্রিল !

আজীবন সখা তব দাস।
চলহ হাসির রাজ্যে
হিংসা-দ্বেষ-কুটিলতা-হীন;
চল চির-আলোকে মিলি গে।
থাক রে মরতবাসী প্রিয় নরনারী,—
থাক সুখে, করিনু কল্যাণ;
চলিনু ত্যজিয়া সবে
আত্মলোকে আত্মার প্রসাদে।
দীননাথ!—দীননাথ!
ফুরাইল জীবন-সঙ্গীত;
প্রাণ-বায়ু বাহিরিল, পূর্ণপরমেশ!

(মৃত্যু)

আয়েষা।—কি হ'ল—কি হ'ল, হায়!
প্রাণনাথ ত্যজিলেন প্রাণ,
শূন্যদেহ রহিল পড়িয়ে!
কে আছ কোথায় ওগো,
দেখে যাও সর্ব্বনাশ!
খ'সে গেল মস্তকের মণি,—
অনাথিনী অবলা আমরা!

(উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন)

অপরাপর স্ত্রীগণের ও ফতেমার প্রবেশ ও
হাহাকার-ক্রন্দন।)

শিষ্যগণ ও নগরবাসীদিগের প্রবেশ ও কোলাহল।)

নগরবাসিগণ।—মৃত্যু কি হইল প্রেরিতের?

গুরুদেব—ঈশ্বর-জানিত—সত্যময়,
মৃত্যু তাঁ'র? বড় অসম্ভব!
মূর্চ্ছাকালে মহাপুরুষের,
স্বর্গদূত আসি', বোধ হয়,
ল'য়ে গেছে সপ্তম-স্বরগে
করাইতে ঈশ্বর-সাক্ষাৎ।

ভিড় ঠেলিয়া বেগে ওমারের প্রবেশ।

ওমার।—ম'রেছেন গুরুদেব
কা'র সাধ্য বলিবে এ কথা?
এখনি উলঙ্গ করবালে
মৃত্যু-কথা বলিবে যে কেহ,
ছিন্নশির পাড়িব ভূতলে সুনিশ্চয়!
মূসার গমন মত
গিয়েছেন ক্ষণকাল তরে
স্বর্গভূমে করিতে ভ্রমণ সশরীরে।
ফিরিবেন নিশ্চয় নিশ্চয় যথাকালে।

আবুবেকারের প্রবেশ।

আবুবেকার।—(আবরণ-বস্ত্র তুলিয়া)—হা প্রাণেশ!
পিতৃমাতৃসম তুমি ছিলে যে আমার!
আহা কি সুখের মৃত্যু,
জীবিত সৌগন্ধ যেন রক্ষিত শরীরে!
গিয়া সে অনন্ত-ধামে

অনন্ত আনন্দ ভোগ কর, প্রাণনাথ !
আল্লার সাথের সাথী হ'য়ে
সাধ সদা আল্লার মঙ্গল জগতের।
(আবরণ ফেলিয়া, সকলের প্রতি)—
হে বিশ্বাসী ধার্ম্মিকমণ্ডলী !
মরিলেন হজরত্—ঈশ্বর-প্রেরিত,
নিরাশ্বাস হইও না তা'য় !
অমর জ্বলন্ত পরমেশ,
পূজ তাঁ'য় প্রাণ সমর্পিয়া ;
সত্য-সেনাপতি আমাদের
জীবলীলা সাঙ্গ করি'
স্বর্গধামে গিয়েছেন ব'লে—
প্রদত্ত বিধানে তাঁ'র
করিও না কেহ হতাদর।
বিশ্বাস ভকতি ঢালি'
পূজ পূর্ণব্রহ্ম—পরমেশে ;
স্বর্গ হ'তে নয়ন মেলিয়া
দেখিবেন ধর্ম্মবীর সুখে।
স্বর্গদ্বার র'বে অবারিত ;
ধর্ম্মবীর মহম্মদ র'বেন প্রহরী।

যবনিকাপতন।

সম্পূর্ণ।